হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বিগত ৬ঠা সেপ্টেম্বর, আলবার্ট হলে

অভিব্যক্ত।

এবং

আলিপুরের মুন্সেফ

শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার বিএ, বি, এল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্র।

১০০।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্

শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

সাহিত্য মধ্যে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার শত শত প্রমাণ দেখিতে
বন।

যে গ্রন্থ অপেক্ষা আজিও ইহলোকে কোন প্রাচীন গ্রন্থ প্রচারিত
নাই, সেই প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতার ভিতরে হিন্দুর সমুদ্র-
সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার এক
লিখিত আছে—"যে বরুণ দেবতা খেচর পক্ষীদিগের স্থান
। এবং যিনি সমুদ্রে স্থিতি করিয়া জলগামী নৌকা সকলের স্থান
ন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।" যে মনু হিন্দুর নিকটে
শিরোমণি বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং যে মনুর প্রাধান্য সকল স্মৃতি-
র অপেক্ষাই অধিক, সেই মনুর সংহিতা মধ্যে লিখিত আছে,—
র্ঘ পথ অর্থাৎ অধিক দূর গমন করিলে দেশ কালবিশেষে পোত
ল্যের যে তারতম্য, তাহা নদী বিষয়ে জানিবে, সমুদ্রগমন বিষয়ে
াদৃশ নির্দ্দেশ নাই।" যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিপত্তিও হিন্দু
মাজে বড় সামান্য নহে। যাহাহউক তৎপ্রণীত সংহিতার মিতাক্ষরা
নামক পর্ব্বাধ্যায়ে সমুদ্রগামী বণিকদিগের প্রতি ঋণদানের ব্যবস্থা
উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা পরিস্ফুটরূপেই প্রতিপন্ন
হইতেছে যে, সে সময়ে সমুদ্রগমন-প্রথা সমাজে বিশেষরূপেই প্রচলিত
ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের এক স্থলে বর্ণিত আছে।—

"ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাং"

টীকাকার ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"কোষকারাণাং
ভূমিং" কিনা—"কৌষেয় তন্তুৎপাদক জন্তূৎপত্তি-স্থানভূতাং," অর্থাৎ
কৌষেয় বস্ত্রের তন্তুৎপাদক যে জন্তু,—সেই জন্তুর উৎপত্তি স্থান।
বাহুল্য যে অতি পূর্ব্বকালে চীনদেশ কৌষেয় বস্ত্রের নিমিত্ত
শেষরূপ খ্যাত ছিল, এই কারণ কোষকারদিগের ভূমি বলিতে
চীনদেশকেই বুঝাইত। ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে কৌষেয়

বস্ত্রের অপর একটি সংস্কৃত নাম চীনাংশুক বা চীনচেলক।
কাব্য নাটকাদির অনেক স্থলেই চীনাংশুক বস্ত্রের ব্যবহার অ
রামায়ণের পর মহাভারত,—মহাভারতের ভিতরেও আমরা হি
সমুদ্রগমন সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছি। অর্জ্জুন
পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে যে অনেক সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপে
করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন।
পর ভারতের প্রাচীন কাব্য নাটকাদি গ্রন্থেও এ বিষয়ে প্র
কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনা নাম্নী
গণিকার উল্লেখ আছে। গণিকার নায়কের নাম চারুদত্ত,—
একজন বণিক ছিলেন এবং ইহার পিতা পিতামহেরাও এক এক
বণিক ছিলেন। ইহাঁরা যে বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে অনেকবার যা
করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিংহল
রাজদুহিতা রত্নাবলীর সমুদ্রমধ্যে পোতভঙ্গ এবং কৌশাম্বী নগর-
নিবাসী বণিকদিগের প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়
যে, যে সময়ে রত্নাবলী নাটিকা প্রচারিত হয়, সে সময়েও সমুদ্রযাত্রা
ভারত-সমাজে একটা অজ্ঞাত বা অপরিচিত বিষয় ছিল না। পুরাণ-
প্রণেতারাও এই অত্যাবশ্যক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া যাইতে নিরস্ত
হয়েন নাই। বরাহ পুরাণের গোকর্ণ-মাহাত্ম্য নামক মনোরম প্রসঙ্গে
গোকর্ণ নামক একজন অপুত্রক বণিকের উল্লেখ আছে। এইরূপ
বর্ণিত আছে যে, গোকর্ণ একবার সমুদ্রপথে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করায়
পথিমধ্যে তাহার পোতভঙ্গ হইয়া যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রেতেও এ বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। যখন মহ
তপস্বী শাক্যসিংহ আপনার অসামান্য তপোমহিমাতে ভা
সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন, যখন শ্রাবস্তী ও বৈশ
প্রভৃতির বিহারে শত শত বা সহস্র সহস্র শ্রমণ সংসারকে সর্ব্বতোভাবে

.নায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, এবং
.রিত সত্যকে সমগ্র সংসারে প্রতিষ্ঠিত করি-
.বর-পরিহিত শ্রমণগণ অগ্নিময় উৎসাহে উৎসাহিত
ন্তরে যাত্রা করিতেছিলেন, তখনও আমাদিগের
.দ্র যানে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিতেন।
.বলম্বিদিগের বিনয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পূর্ণ
এক বণিক সমুদ্রপথে উপর্য্যুপরি ছয়বার যাত্রা করিয়া প্রভূত
উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন
.রিয়া নবাবলম্বিত ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য আপনার সঞ্চিত অর্থরাশি
.দান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে বিজয় সিংহ নামক
এক ব্যক্তি সিংহলে যাত্রা করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়া-
ছিলেন। মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্গমিত্রা
সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করিয়াছিলেন।

এই ত গেল স্বদেশীয় সাহিত্যের কথা। তার পর বৈদেশিক
সাহিত্যের আলোচনা করিলেও আমরা হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে
ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হই। আমাদিগের সেই উন্নত ও গৌরবান্বিত
সময়ে পৃথিবীর যে সকল প্রাচীন জাতির সহিত নানাসূত্রে আমাদিগের
সংশ্রব ঘটিয়াছিল, সেই সকল জাতির ইতিহাস-লেখকেরা আমাদিগের
সমুদ্রযান ও সমুদ্রযাত্রার বারম্বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবো,
প্লিনি, এরিয়ান, হিরোটোডাস এবং টিসিয়স্ প্রভৃতি পণ্ডিতের পুস্ত
অধ্যয়ন করিলে আপনারা এ বিষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে
প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—একবার কতকগুলি হিন্দু বাণিজ্যার্থ স
পথে যাত্রা করায় জর্ম্মণ সাগরে তাঁহাদিগের জাহাজ ভাঙ্গিয়া
সুতরাং তাঁহারা তখন যার পর নাই বিপন্ন অবস্থায় পতিত
.কজন রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া ত

করেন। মেগাস্থানিস্ এক জন গ্রীক এবং
দূতরূপে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অনেক
ছিলেন এবং আমাদিগের তাৎকালিক সমাজের
পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অনেক সারকথা লিপিবদ্ধ ক
তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায়
জাহাজনির্ম্মাণ করা জাতিবিশেষের বৃত্তি ছিল*। চীনদেশে
জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-পরিব্রাজক খৃষ্টীয় পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর শেষ
যথাক্রমে এদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের এক জ
নাম ফাহিয়ান, অপর জনের নাম হিউস্থেসাঙ্গ। ফাহিয়ান ভারতে
অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাম্রলিপ্ত—আধুনিক তমলুক
বন্দরে এক হিন্দুর জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা
করিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ফাহিয়ান যে জাহাজে
গমন করেন, সেই জাহাজে যে সকল আরোহী ছিলেন, তাঁহাদিগের
মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ। হিউস্থেসাঙ্গ ফাহিয়ান অপেক্ষা এদেশে
অধিকতর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং অধিকতর স্থান পর্য্য-
টনও করিয়াছিলেন। তিনিও উৎকলের পূর্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তস্থিত
চরিত্রপুর। নামক বন্দর হইতে হিন্দু বণিকবিশেষের জাহাজে

---

* The fourth class, after herdsmen and hunters, consits
f those who work at trades, of those who vend wares and of
ose who are employed in bodily labour. Some of those pay
ute, and render to the estate certain prescribed services.
the armour-makers and ship-builders receive wages and
victuals from the king, for whom alone they work.
India,—as described by Megasthenes and Arrian. By
Crindle M. A. p 84]

লেখকেরা এই স্থানকে আধুনিক পুরী বলিয়া থাকেন

আরোহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ণিয়ার নামক এক জন ফরাসিদেশীয় পর্য্যটক এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং সম্রাট আরঙ্গজেবের দরবারে তিনি ডাক্তার হইয়া এখানে অনেক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বর্ণিয়ার তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতরে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, যখন আরব হইতে ভারতে পদার্পণ করেন, তখন এক ভারতবর্ষীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন।* অতঃপর যদি আমরা আরও নিম্নে অবতরণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, মোগলসাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-পতাকা যখন অল্পে অল্পে অবনত হইয়া পড়িতেছিল, এবং মোগলদিগের প্রতাপ ও পরাক্রম যখন মেঘজাল-জড়িত চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিনই নিস্তেজ ও ম্লানভাব ধারণ করিতেছিল, তখনও আমাদের দেশের লোকেরা সমুদ্র যাত্রার কথা একবারে ভুলিয়া যান নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী,—যাঁহাকে বাঙ্গালীর কবিকুল-শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহার প্রণীত চণ্ডীকাব্যোল্লিখিত শ্রীমন্ত সওদাগরের প্রসঙ্গ বোধ হয় বাঙ্গালীমাত্রেই বিদিত আছেন। অধিক কি,—শ্রীমন্ত সওদাগরের প্রসঙ্গ আমাদিগের সমাজে এতই প্রবল ভাবে প্রচলিত যে, আমার বিশ্বাস বাঙ্গালীর সমস্ত ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গেলেও শ্রীমন্ত সওদাগরের আখ্যায়িকা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া এখন যে শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্রোতস্বিনী † অতি-

---

* I embarked, therefore, in an Indian vessel, passed the straits of Bablmandel and in two and twenty days arrived at Surat, in Hindostan, the empire of the Great Mogul. (Travels in the Mogul empire. By Francis Bernier. V I, P 2)

† এই নদীর নাম সরস্বতী। পর্ত্তুগিজ ও ওলন্দাজেরা যখন এদেশে বাণিজ্য

ক্রম করিয়া আমাদিগের এই বাঙ্গালী বণিকের সমুদ্রপোত সিংহলাভি-মুখে গমন করিয়াছিল। যাহাহউক,—এখন আমি আপনাদিগের নিকট হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উল্লেখ করিলাম, তদ্দারা আপনারা বিশদরূপেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সেই ইতিহাস-পরিকীর্ত্তিত পবিত্র কালে,—যখন পুণ্যতোয়া সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর পবিত্র তটে সমাসীন হইয়া বৈদিক ঋষিগণ বৈদিক সূক্তের আবৃত্তি ও উচ্চারণ করিতেন, তখন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় অবসান-কাল পর্য্যন্ত এই শত সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুদিগের ভিতরে সমুদ্রযাত্রার প্রথা বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল। বলিতে কি,—কি বৈদিক ও বৈদান্তিক কাল, কি পৌরাণিক ও সংহিতার কাল, কি পাঠান ও মোগল-শাসনের কাল এবং কি বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব-বিপ্লবের কাল সকল কালেই হিন্দুগণ সমুদ্রযান নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতেন। জানি না কোন্ কাল-দিনে "জাহাজে চড়িলে জাতি যায়" এই কাল-বাক্য প্রচারিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা যত দূর নিরূপণ করা যায়, তাহাতে মোগল ও ইংরাজ শাসনের মধ্যস্থলে কোন না কোন সময়েই এই কাল-বাক্য প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যে দিনে আমাদিগের এই জাতীয় সর্ব্বনাশের মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছে, সেই দিনকে আমরা সর্ব্বনাশের দিন বলিয়া স্মরণ করিব এবং যত দিন না ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারি,—ততদিন ইহার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতে থাকিব। যাহাহউক এখন সমুদ্র যাত্রার কি কি আবশ্যকতা আছে, আমি তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

করিতে আসেন, তখন এই নদীর আয়তন এরূপ বিস্তৃত ছিল যে, বড় বড় অর্ণব-পোত এই নদীতে আসিয়া সপ্তগ্রামের বন্দরে লাগিত। ক্রমে এই নদী শুষ্ক হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকূলে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল আপত্তির খণ্ডন বা অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে, ইহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন তত কার্য্যকর হইবে না,—এই বিবেচনা করিয়া আমি আপত্তি খণ্ডনেই প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হইলাম।

[আপত্তি-খণ্ডন]

১। বিরুদ্ধ পক্ষীয়দিগের প্রথম আপত্তি,—সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। কারণ বৃহৎ-নারদীয় পুরাণকার "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং" ইত্যাদি বচনে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। আমি প্রথমতঃ শাস্ত্রানুসারেই এই বচনকে অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিপাদন করিব। স্বর্গীয় কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের টীকাকার,—তিনি বৃহৎ নারদীয় পুরাণোক্ত এই বচনের ব্যাখ্যাস্থলে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, এই বচনের অর্থ এরূপ নয় যে, বাণিজ্য বা অপর কোন উদ্দেশ্যের নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। তবে ব্রাহ্মণবধ জনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমুদ্রজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, তাহাই কলিযুগে নিষিদ্ধ।* স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়,—সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতার কথা বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ,—তিনিও এই বচনের ব্যাখ্যাস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রার নিবারণ করা, এই বচনের মর্ম্ম নহে।† এই দুই পণ্ডিতবরের উক্তি-

---

* অথ সমুদ্রযাত্রা স্বীকারশব্দেন মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ মহাপ্রস্থানগমনঞ্চ মরণমুদ্দিশ্য হিমালয়াদি গমনং ইত্যেবঞ্চাপি সুধীভির্বিভাব্যং।

৺কাশীরাম ভট্টাচার্য্যের টীকা।

† সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ ইত্যাদৌতু ধর্ম্মরূপ সমুদ্রযাত্রা স্বীকারস্যৈব কলৌ নিষেধাৎ বাণিজ্য-রাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য নিষেধাভাবেনতদ্বিষয়কত্বাসম্ভবাৎ।

৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির টীকা।

তেই আপনারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছেন যে, ব্রাহ্মণবধনিবন্ধন মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তোদ্দেশেসমুদ্রসলিলে প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, কলিযুগে তাহারই নিবারণ করিবার নিমিত্ত বৃহৎ-নারদীয় পুরাণকার এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে বাণিজ্যাদির উদ্দেশে যে সমুদ্রযাত্রা,—তাহা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ হইতেছে না।

তার পর হিন্দুর শাস্ত্র এক খানি বা দুই খানি পুস্তকে আবদ্ধ নহে। মুসলমানদিগের যেরূপ কোরাণ আছে, খৃষ্টানদিগের যেরূপ বাইবেল আছে, সেইরূপ হিন্দুর কোন এক শাস্ত্র নাই। হিন্দুর শাস্ত্র বহুল ও বহু বিস্তৃত। তাহার মধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিই প্রধান। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির ভিতরে কোন বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, কাহার কথা গ্রাহ্য করিব,—আর কাহার কথা অগ্রাহ্য বলিয়া দূরে বর্জ্জন করিব? এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং শাস্ত্রকারেরাই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা দূরদৃষ্টির সাহায্যে ইহা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সমাজে বিষয়বিশেষ লইয়া পরস্পরের ভিতরে মতবিরোধ ও মতান্তর নিশ্চয়ই হইবে,—এই কারণে তাঁহারা নিজেই আপনাদিগের পথ পরিষ্কৃত রাখিয়া গিয়াছেন, ব্যাস-সংহিতাকার বলিয়াছেন,—

শ্রুতি স্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

অর্থাৎ শ্রুতি কিনা বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ, এই তিনের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতির কথাই প্রামাণ্য হইবে। আর স্মৃতি ও পুরাণ এই উভয়ের ভিতর কোন বিষয়ে বিরোধ ঘটিলে স্মৃতির কথাই প্রামাণ্য হইবে। অতএব আপনারা যদি এই ভাবেই এই বিষয়ের বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও বৃহৎ-নারদীয় পুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচন কোন রূপেই টিকিতেছে না। কারণ

"সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা বৃহৎ নারদীয় পুরাণে সমুদ্রযাত্রার নিষেধ থাকিলেও মনু মিতাক্ষরাদি স্মৃতিগ্রন্থে যখন সমুদ্র-যাত্রার প্রচলন পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন পূর্ব্বোক্ত পুরাণের নিষেধ বাক্য কোন রূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ মনুর বিপরীত যে কথা,—সে কথা যখন সর্ব্বতোভাবেই অগ্রাহ্য,—* তখন বৃহৎ নারদীয় পুরাণের এই বচনকে আমি একবারেই অগ্রাহ্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, মনু স্ব-প্রণীত সংহিতার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই চতুর্ব্বর্ণের ভিতর বৈশ্যের কর্ত্তব্য,—কৃষি ও বাণিজ্য। বাণিজ্যের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার বিশেষ প্রয়োজন,—সুতরাং সমুদ্রযাত্রা উঠাইয়া দিলে বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিলে বৈশ্যের কর্ত্তব্য পালনে বাধা পড়ে। অতএব বৃহৎ নারদীয় পুরাণের অনুসরণ করিয়া চলিলে বৈশ্য জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহা হইলে হিন্দুর স্মার্ত্তকুল-শিরোমণি মনুর বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজ মনুর ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহৎ-নারদীয় পুরাণের অনুসরণ করিয়া চলিতে প্রস্তুত আছেন কি না? কখনই না। তাহা হইলে সমুদ্রযাত্রা হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রা-নুমোদিত বই শাস্ত্র-বহির্ভূত নহে।

আপত্তিকারীগণ বৃহৎ-নারদীয় পুরাণের মত আদিত্য-পুরাণ হইতেও এক বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ করেন যে, কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে, স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বৃহৎ-নারদীয় পুরাণের পূর্ব্বোল্লিখিত বচনের ব্যাখ্যাস্থলে যেরূপ

---

* মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে।

কুল্লুকভট্ট-ধৃত বৃহস্পতি বাক্য।

বলিয়াছেন, আদিত্য পুরাণীয় বচনের ব্যাখ্যাস্থলেও ঠিক সেইরূপ বলিয়াছেন,—অর্থাৎ বাণিজ্যাদির উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা আদিত্যপুরাণ-কারের মতেও নিষিদ্ধ নয়। যাহা হউক আমি জিজ্ঞাসা করি, বৃহৎ-নারদীয় ও আদিত্য পুরাণ কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? এই দুইখানি পুরাণ,—পুরাণও নয়—উপপুরাণ। পুরাণ বা উপপুরাণের মতে হিন্দুর সমাজ পরিচালনের বিধি শাস্ত্রকারেরা কোন স্থানেই প্রদান করিয়া যান নাই। সমাজ পরিচালনের পক্ষে কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি,—তাহা জানিতে হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার কুড়ি জন,—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরা প্রভৃতি। এই কুড়ি জন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সমাজ পরিচালনের নিমিত্ত কুড়ি খানি ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের ভিতর পরাশর-প্রণীত গ্রন্থই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র। তবে সমুদ্রযাত্রা যখন একটা সামাজিক প্রশ্ন, তখন ইহার মীমাংসার নিমিত্ত আমরা বৃহৎ-নারদীয় বা আদিত্য পুরাণের মতামত লইয়া চলিবে কেন? আপনারা আর একটু স্থিরভাবে বুঝিয়া দেখুন যে, পুরাণের মত গ্রন্থের উক্তি অনুসারে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত হইতে পারে কি না? এই প্রশ্নের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে হইলে পুরাণ কি,— তাহা আগে জানা আবশ্যক। অমরকোষ অভিধানকর্ত্তা বলিয়াছেন,—সৃষ্টি, বিশেষ সৃষ্টি, বংশ বিবরণ, মন্বন্তর বর্ণন এবং প্রধান প্রধান বংশীয় লোকদিগের চরিত্রবর্ণন,—এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ কতকগুলি আখ্যায়িকা ও গল্পপরিপূর্ণ পুস্তক অপেক্ষা আর কিছুই নহে। অতএব এরূপ পুস্তকের দ্বারা সমাজ-শাসন বা সমাজ পরিচালন কতদূর সম্ভব, তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই কারণেই পরলোকগত পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লালা মিত্র মহাশয় বৃহৎ-নারদীয় ও আদিত্য

পুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বয়কে অত্যন্ত অপ্রামাণিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা পুরাণাদির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসনেই সমাজ পরিচালিত হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর এক কথা,—আমি জিজ্ঞাসা করি,—শাস্ত্র কি? এই শাস্ত্র-সঙ্কটের দিনে আমি আপনাদিগকে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করি যে, শাস্ত্র কি আর অশাস্ত্রই বা কি? শাস্ত্রের কোন্ অংশ গ্রহণীয় আর কোন অংশই বা বর্জ্জনীয়? অনুস্বার বিসর্গ বিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে অনুষ্টুপ বা অপর কোন ছন্দে যাহা রচিত হইবে, তাহাই যদি শাস্ত্র হয় এবং তাহাই যদি অভ্রান্ত হয়,তবে যদি শাস্ত্রের মধ্যে লেখা থাকে যে, আগুণ লাগিয়া ঘর পুড়িয়া গেলেও ব্রাহ্মণ-সন্তানকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন কি না? কিম্বা যদি শাস্ত্রের ভিতর এরূপ বিধি থাকে যে, তোমার পিতা রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিলেও তুমি তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারিবে না, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি,তুমি তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পিতৃ চিকিৎসায় বিরত-থাকিবে কি না? বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই আপন আপন প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াসী হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে জুগি নামে এক জাতি আছে, তাহারাও এই প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার সময় গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে যে, আমরা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—আমরা যোগিরাজ শঙ্করাচার্য্যের বংশ,—সুতরাং আমরা উপবীত ধারণ করিব না কেন? আমি জানি, এই জুগিদিগের উপবীতের আবশ্যকতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের এক জন সন্ন্যাসী কথঞ্চিৎ মুদ্রার লোভে একখানি পুরাণ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, অনুষ্টুপাদি ছন্দে অনুস্বার বিসর্গের সংযোগে

যাহা লিখিত থাকিবে, তাহাই যদি শাস্ত্র হয়, তবে এই পুরাণখানিকে আজ না হউক দশ বৎসর পরে আপনারা শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করিবেন কি না?

এইরূপে এ দেশে যে কত মিথ্যা-শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা যে দেশের কত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার আলোচনা করিলে আমাদিগকে আক্ষেপের আগুণে পুড়িয়া মরিতে হয়। বলা বাহুল্য যে, এই নিমিত্তই,—সংসারে এইরূপ মিথ্যা শাস্ত্রের প্রভাব ও প্রচলন হইবে জানিতে পারিয়াই শাস্ত্রকারেরা সাবধান হইয়া শাস্ত্রের আলোচনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রারণ্যে বিচরণ করিতে হইবে,—সূক্ষ্মবুদ্ধি বা সত্ত্ব গুণান্বিত বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। এই কারণেই মহর্ষি বৃহস্পতি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন,—কেবল শাস্ত্রেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য স্থিব করিবে না, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে। শাস্ত্র কি?—ধর্ম্মের যাহা শাসন, সত্যের যাহা শাসন, মঙ্গলেব যাহা শাসন, তাহাই শাস্ত্র। মানবসমাজ ও মানবপ্রকৃতি ধর্ম্মের দিকে,—সত্যের দিকে এবং মঙ্গলের দিকে দিন দিন অগ্রসর হইযা ইহলোকে আপনার উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবে, এই নিমিত্তই ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই কারণ আমি একদিকে বিশ্বাস করি যে, সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সমাজ পরিচালিত করিলে সমাজ যেমন স্বেচ্ছাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে ও সর্ব্বনাশের দিকে প্রধাবিত হইবে, সেইরূপ অপর দিকে বিশ্বাস করি যে, মিথ্যাশাস্ত্রের বন্ধন-রজ্জুতে সমাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অমঙ্গল ও অবসাদে সমাজ দিন দিনই মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইবে। হিন্দুত্ব রাখিতে গিয়া মনুষ্যত্বেব মূলে কুঠাবাঘাত কবিতে হইবে, এ কথা শাস্ত্রকারেরা

কথনও কোন স্থানে বলিয়া যান নাই। যাহা হউক এতক্ষণ আমি সমুদ্রযাত্রার শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপত্তিকারিরা বৃহৎ-নারদীয় ও আদিত্য পুরাণের যে দুই বচনকে অবলম্বন করিয়া সমুদ্র-যাত্রাকে শাস্ত্র-বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া প্রচার করিতেছেন, সে দুই বচনের এরূপ অর্থ নয় যে, হিন্দু বাণিজ্যাদির উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করিতে পারিবে না। বাণিজ্যাদি উপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা অবৈধ কার্য্য, এ কথা হিন্দু-শাস্ত্রের কোন স্থানেই লিখিত নাই। তবে সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় কি প্রকারে?

২। বিপক্ষদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইলে ম্লেচ্ছের যানে আরোহণ করিতে হয়। আচ্ছা,—ম্লেচ্ছের যানে যদি আরোহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে ত আর এ আপত্তি থাকিতেছে না। হিন্দুর সেই বিলুপ্ত সৌভাগ্যের আবার যদি উদয় হয়, হিন্দু যদি আবার পূর্ব্বের মত আপনাদিগের জাহাজ নির্ম্মিত করিয়া সেই জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বিপক্ষদলের আর এ আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু যত দিন আমাদিগের মধ্যে সেই সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের জাহাজে আরোহণ করিয়া যাইতেই হইবে। জিজ্ঞাসা করি, ম্লেচ্ছ-যানে আরোহণ করিবার প্রথা কি এদেশে একবারেই নাই? শত শত হিন্দু সন্তান ত ম্লেচ্ছ-যানে আরোহণ করিয়া রেঙ্গুন, কটক, চট্টগ্রাম,—এমন কি সিংহলেও গমন করিতেছেন। তাঁহারা যে জাহাজে গমন করেন, সেই জাহাজে লবণাক্ত গো-মাংস শূকরমাংস প্রভৃতি লম্ববান্ থাকে, সাহেব কাপ্তেন থাকে, এবং সাহেব নাবিক ও অন্যান্য সাহেব কর্ম্মচারীও থাকে,—এক কথায় ম্লেচ্ছত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,—

অধিক কি বাবুরা ম্লেচ্ছ খাদ্য পর্য্যন্তও উদরসাৎ করিতে উপেক্ষা করেন না। কিন্তু কই এততেও ত কোন আপত্তি শুনিতে পাই না। কত মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান মান্দালয় ও রেঙ্গুন প্রভৃতি সহর হইতে চাকরি করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন,—ঘরের ছেলে ঘরে আসিতেছেন, কই তাহাতে কি পিতা মাতার মুখে,—কি আত্মীয় স্বজনদিগের মুখে,—কি "সমাজরক্ষক"দিগের মুখে ত কোন আপত্তিই শুনিতে পাই না। সিংহল এমন কি আন্দামান পর্য্যন্ত গমন করিলেও আপত্তি নাই,—আর যাই আরব সাগর পার হইয়া জাহাজখানা সুয়েজকানেলে প্রবেশ করে, অমনি "প্রায়শ্চিত্ত কর" "প্রায়শ্চিত্ত কর" এই নিনাদে চারিদিক কম্পিত হইতে থাকে। বলি—প্রায়শ্চিত্তটা কি সুয়েজকানেলের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর জাহাজে হিন্দু-আরোহী দেখিতে পাইলেই অমনি তাহার ঘাড়ে গিয়া লাফাইয়া পড়ে! আর এক কথা জানিতে চাই যে, ম্লেচ্ছ-যান বলিতে কি কেবল জাহাজকেই বুঝায়? রেলগাড়ি কি ম্লেচ্ছ-যান নয়? ষ্টিমার কি ম্লেচ্ছ যান নয়? অথবা মুসলমান নাবিকদিগের নৌকাও কি ম্লেচ্ছযান নয়? এ সমস্তই ম্লেচ্ছ-যান। অথচ রেলগাড়িতে সহস্র সহস্র হিন্দু সচ্ছন্দ মনে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন, মুসলমানদিগের নৌকা ও ষ্টিমার যোগেও শত শত হিন্দুসন্তান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিবিধি করিতেছেন,—অধিক কি আমি এরূপ ঘটনা জানি যে, পাঁচ সাত দিন ক্রমাগত নৌকা-পথে যাত্রা না করিলে যে স্থানে পৌছান যায় না, সেই স্থানে গমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমানদিগের নৌকা ভাড়া করিয়া গমন করিতেছেন, মধ্যাহ্নকালে বৃহৎ-নৌকার এক পার্শ্বে মুসলমান নাবিকেরা আপনাদিগের আহারের উদ্যোগ করিতেছে, অপর পার্শ্বে ব্রাহ্মণ সন্তান রন্ধন করিয়া আহারে বসিয়াছেন। কই ইহাতেও ত কোন আপত্তি

শুনিতে পাই না। ম্লেচ্ছ-যানে আরোহণ করিলে যদি যথার্থই পাতিত্য উৎপন্ন হয়, তবে যে সকল হিন্দুসন্তান এ পর্য্যন্ত রেলগাড়িতে গতায়াত করিয়াছেন,* ষ্টিমারে আরোহণ করিয়াছেন এবং মুসলমান নাবিকের নৌকাযোগে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সকল পতিত ও মহাপাতকগ্রস্ত হিন্দুসন্তানদিগের এই দণ্ডেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হউক। যদি তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে তোমাদিগের অধিকার ও ইচ্ছা অথবা সাহস ও সামর্থ্য না থাকে, তবে সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইলে ম্লেচ্ছ-যানে আরোহণ করিতে হয়, এই ছল ধরিয়া আর লোক হাঁসাইও না।

৩। তৃতীয় আপত্তি,—সমুদ্র-যাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকিলে ম্লেচ্ছ-দেশে গতায়াত ও অবস্থান করিতে হয়। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমি বলি যে, সমুদ্র-যাত্রার প্রথা না থাকাতেও ত আমাদিগকে ম্লেচ্ছ-দেশে গতায়াত ও অবস্থান করিতে হইতেছে, তাহার জন্য আপত্তিকারিগণ কি করিতেছেন? ম্লেচ্ছের সহিত সকল প্রকার সংশ্রব-বিহীন হইয়া থাকিতে হইলে স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথের যাত্রাই একবারে বন্ধ করিয়া দিয়া আপন আপন গৃহে বসিয়া থাকিতে হয়। আরও বলি,—ম্লেচ্ছের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইলে মুসলমান জমিদারের অধীনস্থ পল্লী ও মুসলমান-পাড়া হইতে

* আমি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথ যখন নির্ম্মিত হয়, তখন এই রেলপথের কোম্পানির মনে ধারণা হইয়াছিল যে, হিন্দুরা জাতিভেদ প্রথার নিমিত্ত হয়ত রেলপথে গতায়াত করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু তখন স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় কোম্পানির লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা কখনই সেরূপ আপত্তি করিবে না। বাস্তবিক হিন্দুরা কোন আপত্তিই উত্থাপিত করে নাই। রেলগাড়ী যখন ম্লেচ্ছ-যান, এবং ইহাতে চড়িতে যখন আপত্তি হয় নাই,—তখন জাহাজে চড়িতে আপত্তি করার সম্ভাবনা কি?

একবারে বাসত্যাগ করিয়া আসিতে হয়,—অধিক কি তাহা হইলে হিন্দুসন্তান মাত্রকেই ভারতভূমির বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে হয়। কারণ ভারতভূমি ভিন্ন পৃথিবীর আর সর্ব্বত্রই ত ম্লেচ্ছ-ভূমি, এবং ভারতভূমিও যখন ম্লেচ্ছ-রাজার অধীনস্থ,—তখন ইহাও ম্লেচ্ছ-ভূমির মধ্যেই পরিগণিত। তাহা হইলে হিন্দু সন্তানের ত পৃথিবীতে কোথাও স্থান দেখিতে পাই না। সুতরাং শূন্যই তাঁহার পক্ষে অবলম্বনীয়।

ম্লেচ্ছ বলিতে কি বুঝায়,—ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ কি, তাহা আগে জানা আবশ্যক। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ম্লেচ্ছ শব্দকে আধুনিক বলিয়া মনে হয়। আমাদিগের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সাহিত্যে এই শব্দের বড় একটা প্রয়োগ দেখা যায় না। যাহা হউক ম্লেচ্ছ কথার ঠিক প্রতিশব্দ যে যবন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। এখন আমি দেখাইব যে, পুরাকালে যবনদিগের সহিত হিন্দুর বিলক্ষণরূপ সংস্রব ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক নৃপতি সেলুউকাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বলা বাহুল্য যে সেলুউকাস-দুহিতার সহিত অনেক গ্রীকরমণীও এ-দেশে আগমন করিয়াছিলেন। যদি বল, চন্দ্রগুপ্তের মত ব্যক্তিকে আমরা হিন্দুর মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত নহি, তাহা হইলেও আপনারা দেখিতে পাইবেন পুরাকালে হিন্দুদিগের সহিত যবনদিগের সংস্রব ছিল। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক ভুবন-বিখ্যাত পুস্তকের দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিত আছে ;—

"প্রিয় বয়স্য এই আগমন করিতেছেন। যবনীগণ শরাসন ও বনপুষ্পমালা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া আসিতেছে।"

কালিদাস অনুমান খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তাহা হইলে অভিজ্ঞান-শকুন্তলার উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে

যে, ঐ সময়ে হিন্দু-নরপতিগণ যবনীদিগকে পরিচারিকার কার্য্যেও নিযুক্ত করিতেন। মহাভারতোল্লিখিত সভাপর্ব্বের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক তুরখাদি জাতি নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। শক তুরখাদি জাতি যখন ম্লেচ্ছ, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের সময়েও হিন্দুদিগের সহিত ম্লেচ্ছ বা যবনাদিগের সংস্রব ছিল।

অধিক কি,—আজ আমি আপনাদিগের নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রতিপাদন করিব যে, এখনকার ইংরাজ, জর্ম্মণ প্রভৃতি সভ্য জাতির মত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা,—যে সকল দেশকে ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া নব্যহিন্দুরা নিন্দা করিয়া থাকেন, সেই সকল দেশে তাঁহারা সচ্ছন্দে গতিবিধি করিতেন,—বাস করিতেন,—এমন কি উপনিবেশন পর্য্যন্তও সংস্থাপন করিতেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এক দল হিন্দু এ দেশ হইতে গিয়া আর্ম্মিণিয়া রাজ্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন্ দিনে ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, এবং সে সময় তাঁহারা সংখ্যাতে কত ছিলেন, তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে তাঁহারা যে তথায় গিয়া দীর্ঘকাল বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দিন দিন বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্বদেশত্যাগী হিন্দুসম্প্রদায়ের সাহসও সামান্য ছিল না,—তাঁহারা তথায় গিয়া আপনাদিগের উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।* বলিতে কি, এখনকার

---

* This people had a most extraordinary appearance. They were black, long-haired, ugly and unpleasant to the sight. They claimed their origin from the Hindus. The story of the idols, worshipped by them in this place, is simply this :

সভ্যদেশীয় রাজাসমূহের মধ্যে কোন রাজা কোন জাতির প্রতিকূলে প্রবলভাবে উত্থিত হইলে যেমন অপর রাজারা মধ্যস্থরূপে তাহা মিটাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, সেইরূপ পূর্ব্বতন হিন্দুনরপতিরাও যুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন।*

আমাদিগের এমন এক দিন গিয়াছে, যখন এদেশীয় দূত সকল রোমীয় সম্রাটদিগের সভাতে প্রায়ই গতিবিধি করিতেন।† টলেমি

Demetr and Keisancy were brothers, and both Indian princes. They were found guilty of a plot formed against their king, Dinaskey, who sent troops after them, with instructions either to put them to death or to banish them from the country. * * * It is impossible to know what was the number of this Hindn colony at the time of their emigration from India into Armenia. We are, however, certain, that from the date of their first settlement in the Armenian province of Taron to the day of the memorable battle a period of about four hundred and fifty years, they must have considerably increased and multiplied, and thus formed a part of the population of the country. (Journal of the Asiatic society of Bengal, V 5th, Memoir of a Hindu colony in ancient Armenia. P 331-339)

* Claudius received also an embessy from a king of Ceylon: and when Trajan was marching against the *Parthians* in the year 103, some princes of India sent embassadors to him, requesting him to settle some dispute between them and their neighbours, probably the *Parthians*. (Asiatic Researches V 10th, P 110.)

† There were embassadors from India sent to Antoninus Pius, to Diocletian and Maximian; to Theodosius, Heraclious, and Justinian, (Asiatic Reccarches V 10th, P 110.)

বলিয়া গিয়াছেন যে, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে অনেক হিন্দু বাস করিতেন। * আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যে ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের শিরোমণিস্বরূপ এবং যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাচার্য্য ও ধর্ম্মাচার্য্যের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়াতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু জাতিকে আজিও জগতের নিকট গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণেরাও পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছভূমিতে গমনাগমন ও অবস্থান করিতেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে, আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা তথাকার পণ্ডিত-বিশেষের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় অন্ন, খর্জ্জুর ও জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। † পারস্য ও আরবদেশবাসী লোকদিগের সঙ্গেও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বিলক্ষণরূপ সংস্রব ছিল। ‡ অনেক হিন্দু ব্যবসা উদ্দেশে আরব ও

---

* There were many Hindus at Alexandria, according to Ptolemy, who lived in the begining of the third Century. (Asiatic Researches V 10, th P 113.)

† Severus was a philosopher of most austere manners, and great learning and fond of the society of learned men. After the death of that Emperor in 473, he retired to Alexandria, where he received at his house several Brahmens from India, and whom he treated with the greatest hospitality and respect. Dates and Rice were there food, and water their beverage, and they shewed not the least curiosity, refusing to go and see the most superb fabrics and palaces, with which that famous city was adorned. (Asiatic Researches. V 10, th, P 111).

‡ There are numerous Hindus roving all over Arabia and Persia,as far as Astracan,or settled in some places of trade for

পারস্যের অনেক সহরে গিয়া বাস করিতেন এবং পারস্যের কোন কোন সহরে আজিও হিন্দুরা বাস করিতেছেন। আপনারা ইহা যেন মনে না করেন যে, পুরাকালের সেই বীর্য্যবন্ত হিন্দুগণ কেবল ব্যবসার উদ্দেশেই ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে যাতায়াত করিতেন, এবং নানা দেশ হইতে নানা ধন রত্ন আনিয়া মাতৃভূমিকে আরও ধন-রত্নশালিনী করিয়া তুলিতেন,—অধিকন্তু এই ভারতক্ষেত্র যেরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লীলাভূমি,—সেইরূপ ইহা প্রায় যাবতীয় বিদ্যারই উৎপত্তি-ক্ষেত্র,—এই কারণ তখনকার উদারহৃদয় হিন্দুগণ যেরূপ মানবজাতির কল্যাণোদ্দেশে চারিদিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার করিতেন, সেই-রূপ বিদ্যালোক বিকীর্ণ করিবার নিমিত্তও পৃথিবীর নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিতেন। পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কতকগুলি ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত আরবদেশের অন্তর্গত বোগদাদ্ নগরের রাজসভায় গমন করিয়া জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে, আরব দেশের অধিবাসীগণ হিন্দুদিগের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যখন স্পেনদেশ অধিকৃত করিয়া তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তখন হিন্দুদিগের নিকট হইতে উপার্জ্জিত বিদ্যাসকল ইয়োরোপ-খণ্ডে প্রচারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কেবল বাণিজ্য বা বিদ্যা বিস্তারের নিমিত্তই হিন্দুগণ ম্লেচ্ছরাজ্য বা ম্লেচ্ছভূমিতে পদার্পণ করিতেন না—অধিক কি আমাদিগের রাজপুতাদি সমরোৎসাহী জাতি সকল যেমন ইংরাজরাজের অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও আপনাদিগের সমরবাসনা চরিতার্থ করিতেছে,

---

a few years only, when they return to India. (Asiatic Researches V, P 10th 115)

সেইরূপ প্রাচীন সময়ের পরাক্রান্ত হিন্দুগণ ম্লেচ্ছ-ভূমিতে ম্লেচ্ছ রাজার অধীনে সেনাদলে নিবিষ্ট হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতেন। হিরো-ডোটাস্ ও এরিয়ান প্রভৃতি গ্রীক গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায় যে, মাসিডোনিয়াপতি মহাবীর আলেকজান্দার যখন ভুবন-বিজয়ের নিমিত্ত প্রচণ্ড অভিযান করেন, তখন তাঁহার সহিত হিন্দুসেনা গমন করিয়াছিল এবং পারস্যপতি জারক্সস্ যখন গ্রীসরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার অধীনেও হিন্দু সেনারা ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করিয়াছিল। এরূপও বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে গ্রীসদেশে হিন্দুদাস দাসীও পাওয়া যাইত। বড় অধিক দিনের কথা নয়,—বিগত প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যেই এরূপ হিন্দু-সন্ন্যাসী সকল বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা ম্লেচ্ছদেশে গমন ও তথায় কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। আমি এই স্থলে এইরূপ দুইজন সন্ন্যাসীর অতি অদ্ভূত ও মনোরম ভ্রমণ-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

"১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে ভাগীরথভারতী নামে একটি পরম-হংসের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা ঘটে। তিনি স্থলপথে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বদিকে অনেকানেক বন পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক বিবস্ত্র কুকীদিগের দেশ, পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কাবুল কান্দাহার, হিঙ্গলাজ ও খোরাসান এবং উত্তরে হিমালয় উত্তরণ পূর্ব্বক ভোটদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চীন তাতারের অন্তর্গত ইয়ার্কন্দও পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। আমার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিবার ন্যূনাধিক তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার করাচি-বন্দরে একটি দঙ্গলী গোঁসাইয়ের অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন পূর্ব্বক আরবের অন্তঃপাতী মস্কট নগরে উপনীত হন এবং তথা হইতে ঐ জাহাজেই দক্ষিণ মুখে যাত্রা করিয়া মরীচ অর্থাৎ মরিশস্

দ্বীপে অবতরণ করেন্। তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন ও আদেন নগর অতিক্রম ও লোহিত সাগর প্রবেশ পূর্ব্বক মক্কানগর দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া ক্রমশঃ উত্তর মুখে চলিয়া যান। কিছু দূর গিয়া তদপেক্ষা একটি বৃহৎ সমুদ্রে পড়েন ও পশ্চিমোত্তর মুখে গমন করিয়া মক্কার পশ্চিমাংশ হইতে যাত্রা করিবার ১৭।১৮ দিবস পরে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্ব্বতের উপর জ্বালামুখী দেখিতে পান।* খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পুরাণপুরি নামে একটি ঊর্দ্ধ-বাহু সন্ন্যাসী বিদ্যমান ছিলেন। দেশ পর্য্যটনে তাঁহার এরূপ উৎসাহ ছিল যে, তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। * * * * তিনি উত্তরে ভোট অর্থাৎ তিব্বত, দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ ও পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত গমন করেন এবং পশ্চিমে সিন্ধু নদাদি অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থান, খোরাসান, কাস্পিয়ান্ সাগরের সমীপস্থ নানা স্থান ও রুশিয়ার অন্তর্গত আস্ত্রাকান্ প্রভৃতি বিবিধ দেশ, প্রদেশ, নগরাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন। তাহাতেও পরিতৃপ্ত ও প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া ইয়োরোপীয় রুশিয়ায় প্রবেশ পূর্ব্বক মস্ক নগর পর্য্যন্ত পর্যটন করেন। তিনি তথা হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনের সময়ে ও তাহার পরে তুর্কি, ইরান, খরকদ্বীপ, বাহরিন্ দ্বীপ, মক্কা, বোখারা, সমরকন্দ, ভোট প্রভৃতি নানাবিধ দেশ প্রদেশ নগর ও গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া নেত্রযুগলের তৃপ্তি সাধন করেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'আমি তুর্কিদেশীয় বস্‌রা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামে দুইটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিয়াছি ও আরবদেশীয় মস্কট নগরে, তাতার দেশীয় বাখ্ নগরে ও খরকদ্বীপে অনেক হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। আর

---

* ইহা সম্ভবতঃ লিপারি দ্বীপস্থ ষ্ট্রম্বোলি নামক আগ্নেয় পর্ব্বত।

তিনি ইহাও কহিয়াছেন, আসিয়ার অন্তর্গত রুশ দেশের আস্ত্রাকান নগরে অনেকগুলি হিন্দুর অবস্থিতি আছে, তাঁহারা আমাকে যথেষ্ঠ আদর অবেক্ষা করিয়াছিলেন।”*

পুরাণপুরির এই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, হিন্দুরা যে কেবল ম্লেচ্ছদেশে গমন ও অবস্থান করিতেন তাহা নহে,—তাঁহারা তথায় আপনাদিগের পরমারাধ্য দেবমূর্ত্তি সকলও প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেন। পুরাণপুরি বলিয়াছেন,—“আমি তুর্কিদেশীয় বস্‌রা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণ রাও নামে দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছি”। আর্ম্মিণিয়া দেশে যে সকল হিন্দু গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীরে আজিও হিন্দুর দেবমন্দির বিরাজ করিতেছে। সুদূর আমেরিকার অন্তর্গত পেরুদেশের স্থান বিশেষ খনন করিতে করিতে সূর্য্যমন্দির বিদ্যমান থাকার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আর যে মক্কা সমগ্র মুসলমান-জাতির পরম পবিত্র তীর্থ-রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে, এবং যে স্থানে পদার্পণ করিতে পারিলেই পরলোকে পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, এই আশায় আশা-ন্বিত হইয়া সহস্র সহস্র মুসলমান একান্ত আগ্রহের সহিত গমন করিতেছে, ইহা শুনিলে হয়ত অনেকেই বিস্মিত হইবেন যে, সেই মক্কা তীর্থ পূর্ব্বে হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ ছিল। মক্কা নগরে এক মহাদেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং হিন্দুপুরোহিতেরা তাঁহার সেবা করিতেন। কালে ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের তীর্থরূপে পরি-গণিত হইয়াছে। এইরূপ বালি ও যবদ্বীপেও হিন্দুর অনেক দেবমন্দির

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা,—৩৬—৪০

ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।* (ম্লেচ্ছদেশে পদার্পণ যদি হিন্দুর পক্ষে পাতিত্বের কারণ হয়,--ম্লেচ্ছদেশে অবস্থান যদি হিন্দুত্ব বিনাশের হেতু হয়, এবং ম্লেচ্ছজাতির সহিত সংস্রব সম্মিলন যদি হিন্দুসন্তানের পক্ষে সর্ব্বনাশের সোপান হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি,—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষস্বরূপ সেই পবিত্র চরিত্র হিন্দুগণ কোন্ সাহসে ম্লেচ্ছদেশে অবস্থান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? এবং কেবল অবস্থান নয়,—আপনাদিগের পরমারাধ্য দেবমূর্ত্তি সকলকেও সংস্থাপিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? আপনারা কি বলিতে চান যে, আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন না? তাঁহারা যদি হিন্দু না থাকেন, তবে এখন যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম লইয়া বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহারাই কি প্রকৃত হিন্দু? কোন মতেই না। তাঁহারা ম্লেচ্ছদেশে গমনাগমনকে মহাপাতক বলিয়া মনে করিতেন না,—ম্লেচ্ছজাতির সহিত সংস্রবকেও ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না;—এই কারণেই গ্রীক ও রোমকাদি জাতির সঙ্গে তাঁহারা শত শত বৎসর-ব্যাপী সম্বন্ধ নিবদ্ধ † করিয়া আপনাদিগের বাণিজ্য-কৌশলে ও বাণিজ্য-গৌরবে মানবসমাজকে বিমোহিত করিয়াছিলেন,—এই কারণেই তাঁহারা

---

* যবদ্বীপে যে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখানকার এসিয়াটিক মিউজিয়মের দক্ষিণাংশের নিম্নতলস্থ একটি প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেই দেখিতে পাইবেন। কারণ ঐ স্থান হইতে আনীত শিবদুর্গাদির অনেক পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি ঐ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইতেছে।

† This shews, that there was between the Greeks, Romans, Carthaginians and the Hindus, a constant and reciprocal intercourse (which is by no means the case here) for a period of 1200 years at least; and to which nothing, but the overgrowing power of the *Muslemans* could put a stop. (Asiatic Researches. V 10th, P 116).

আপনাদিগের বিদ্যা-প্রভাব ও ধর্ম্ম-প্রভাব অপরাপর জাতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দু নামকে সংসারের ভিতর চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং এই কারণেই তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-পতাকা পৃথিবীর চারিদিকে উড্ডীন হইয়া হিন্দুর শৌর্য্য ও সভ্যতা, বিক্রম ও বৈভবকে জগতে প্রচার করিয়াছিল। হৃদয়ের যে উদারতা, চরিত্রের যে মহত্তা, মনের যে প্রসারতা এবং অন্তঃকরণের যে উচ্চাভিলাষিতা হিন্দুকে উন্নতির উচ্চশিখরে লইয়া গিয়াছিল এবং ইহলোকে হিন্দুর অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা এখন অন্তর্হিত হইয়া যাওয়াতেই আমরা বিদেশে গমন ও বিজাতির মধ্যে অবস্থানকে একটা অধর্ম্মের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করিতেছি এবং অবনতির অনন্ত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া অনন্ত-দুঃখ ভোগ করিতেছি। যাহা হউক ম্লেচ্ছদেশে গমন ও তথায় অবস্থান সম্বন্ধে আমি যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ম্লেচ্ছের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংস্রব ত্যাগ আমাদিগের পক্ষে,—এমন কি কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে এবং হিন্দুত্ব রক্ষার পক্ষেও তাহা অন্তরায় নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ;—আধুনিক হিন্দুদিগের পক্ষে যে সকল জাতি ম্লেচ্ছ বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে, সেই সকল জাতির সহিত বহুবিধ সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াই যখন আপনাদিগের কীর্ত্তি-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং হিন্দুত্ব অংশে তাঁহারা যখন আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তখন সমুদ্র-যাত্রার প্রথা প্রচলিত হইলে যদি ম্লেচ্ছদেশে গমনাগমনাদি করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদিগের পক্ষে আনন্দের বিষয়ই হইবে,—কারণ তদ্দ্বারা আমরা হিন্দু নাম ও হিন্দু-জাতিকে গৌরবান্বিত করিতেই সমর্থ হইব।

৪। চতুর্থ আপত্তি—ম্লেচ্ছভোজ্য ভোজন। সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে হিন্দুকে যে নিষিদ্ধ খাদ্য

ভক্ষণ করিতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আমি বলি, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে হিন্দু সকল স্থানেই আপনার জাতিত্বকে অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়া আসিতে পারেন। এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যত কিছু বাদ প্রতিবাদ হইয়া আসিতেছে, তাহার আলোচনা করিয়া আমি এই বলিতে পারি যে মদ্য মাংসাদি অপেক্ষা ফল শস্যাদি আহারে জীবনধারণ করা অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ। অনেকের পক্ষে উপকারপ্রদ হইলেও মদ্য মাংসাদিকে আসুরিক খাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় হইতেছে না। হিন্দু হউক আর ইংরাজ হউক বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আসুরিক খাদ্য বর্জ্জন করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের ধারণা আছে যে, ইংলণ্ড বা ইয়োরোপের অপর কোন দেশে পদার্পণ করিলে ম্লেচ্ছ খাদ্য ভক্ষণ করিতেই হইবে, তাঁহাদিগের এই ভ্রান্তধারণা অপনোদিত করিবার নিমিত্ত আমি আপনাদিগের নিকট একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার লিখিত ইয়োরোপ-যাত্রীর ডায়েরির এক স্থানে লিখিয়াছেন ;—

"২ অক্টোবর। একটি গুজরাটীর সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেচেন। তখন শীতের সময়। মাছ মাংস খান না। সঙ্গে চিড়ে শুষ্ক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল, এবং জাহাজ থেকে শাক্ সবজি কিছু সংগ্রহ করতেন। ইংরাজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীত বস্ত্র অধিক নেই। লণ্ডনে স্থানে স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা হয়। যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান। বড় বড় লোকের সঙ্গে অসঙ্কোচে সাক্ষাৎ করেন। কি রকম ক'রে কথাবার্ত্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল ম্যানিঙ্গের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা

ক'রে আসেন। ইতিমধ্যে এক্জিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে এসেচেন এবং অবসর মত আমেরিকায় যাবার সঙ্কল্প করেচেন।" †

এই গুজরাটির নাম আমি জানি এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর সহিত আমার একবার আলাপও হয়। যাহা হউক ইহাঁর উৎসাহ ও অধ্যবসায় এতই প্রবল যে, বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ইংলণ্ডাদি স্থান পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এবং স্বজাতিত্ব রক্ষার প্রতি ইহাঁর এতই অনুরাগ যে ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া এক দিনের নিমিত্তও ম্লেচ্ছ ভোজ্য ভোজনে বিমুখ রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি,—যাঁহারা বিলাত বা ইয়োরোপের অপর কোন দেশে বিদ্যাশিক্ষা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত গমন করেন, তাঁহারা কি ইচ্ছা করিলে এই গুজরাটির দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া চলিতে পারেন না? আমার বিশ্বাস, তাঁহারা অনায়াসেই পারেন। কারণ তাঁহাদিগকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া যাইতে হয় না এবং তথায় গিয়াও তত অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না। তাঁহারা তথায় অবস্থান করিবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ বন্দোবস্ত করেন এবং তাহার জন্য আবশ্যকমত অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন। অতএব অসুবিধা ও অব্যবস্থার ভিতরে জাতীয়তা রক্ষা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সুবিধা ও সুব্যবস্থার ভিতরে জাতীয়তা রক্ষা করে কি সম্ভব নয়? তবে বিলাত বা পৃথিবীর অপর কোন দেশে অবস্থান করিতে হইলেই ম্লেচ্ছভোজ্য ভক্ষণ করিতে হইবে,—এরূপ সংস্কার যাঁহাদিগের অন্তরে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা আপনারা বোধ হয় এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমার বিশ্বাস,

---

† সাধনা,—আষাঢ় ১২৯৯, পৃঃ ১৩১—৩৮।

ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে পৃথিবীর যে কোন দেশে গমন ও অবস্থান করিয়াও হিন্দু আহারাদি সম্বন্ধে আপনার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া আসিতে পারেন। আমি ত ইতিপূর্ব্বেই আপনাদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছি যে, কেবলমাত্র অন্ন ও খর্জ্জুরাদি ভক্ষণ করিয়াই সেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আলেকজান্দ্রিয়া নগরে কালাতিপাত করিতেন। আর যদি হিন্দুর হৃদয়ে জাতিত্ব রক্ষার প্রতি ইচ্ছা ও আগ্রহ না থাকে,—তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন না করিলেও অথবা ভারত-ক্ষেত্রের বহিঃস্থিত কোন মৃত্তিকাতে পদার্পণ না করিলেও,—অধিক কি পবিত্রতীর্থ বারাণসী ও ব্রজধামে অবস্থান করিয়াও গো-শূকর মাংসাদির শ্রাদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মে বড় নিষ্ঠা আছে,—হিন্দুয়ানির দিকে বড় অনুরাগ আছে,—অর্থের খাতিরে আপনার পরম পবিত্র পাদোদক প্রদানে শত শত শিষ্যের পরিত্রাণের নিমিত্তও আগ্রহ আছে, আবার সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যা-কালে সাহেবের হোটেল হইতে খানা আনাইয়া বৈঠকখানায় বসিয়া চর্ব্ব চোষ্যের ব্যাপারটাও আছে। এই নিমিত্ত আমি বলি,—ম্লেচ্ছভূমির দোষ কি,—ম্লেচ্ছজাতির অপরাধ কি? তোমার অন্তরে যদি জাতিত্ব রক্ষার জন্য যত্ন না থাকে, স্বদেশের বিশুদ্ধ রীতি ও বিশুদ্ধ নীতি পালন করিবার নিমিত্ত তোমার হৃদয়ে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং তুমি যে তোমার জাতির একটা অঙ্গস্বরূপ—এ বিশ্বাস যদি তোমার মনে অহরহ জাগরুক না থাকে, তাহা হইলে তোমার বিদেশ যাত্রার প্রয়োজন কি? তুমি ত স্বদেশে স্ব-গৃহে বসিয়াই পদে পদে জাতীয়তাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পার,—আহার পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবেই সাহেব হইয়া উঠিতে পার। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম হিন্দুর চরিত্রে আগুণের মত জ্বালাইয়া দাও,—জাতীয়তা রক্ষা করিয়া না চলিলে কোন জাতিই

উন্নতির সোপানে উঠিতে পারে না,—এই সত্য হিন্দুর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দাও,—তারপর হিন্দুকে পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণমেরুতেই ছাড়িয়া দাও, অথবা বিলাত বা ব্রাজিল দেশেই রাখিয়া দাও, হিন্দু পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই আপনার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া আসিতে সমর্থ হইবে। এই ইয়োরোপপ্রবাসী গুজরাটির হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম আছে, এই নিমিত্তই তিনি তথায় অবস্থান করিয়াও জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। আর তোমাদিগের হৃদয়ে তাহা নাই,—এই কারণেই তোমরা একবারে ঠিক করিয়া বসিয়া আছ যে,ইয়োরোপাদি দেশে পদার্পণ করিলেই ম্লেচ্ছ ভোজ্য ভক্ষণ করিতেই হইবে। এসম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া রাখি যে, যদি এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়,—এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় যে, কোনরূপ নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ না করিলে কাহারও জীবন রক্ষা হইতেছে না। তখন জীবন-রক্ষা যে পরমধর্ম্ম,—তাহার অনুরোধে কি কর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি নিজের কোন কথা না বলিয়া শাস্ত্রকারদিগের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, সেরূপ অবস্থায় তাহা গ্রহণ করিলেও কোন অপরাধ হইবে না। * ফল কথা,—যখন কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই আহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ থাকিতে পারা যায়, তখন তাহা চেষ্টা করা ত সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। যাহা হউক এখন আপনারা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইয়োরোপাদি দেশে গমন করিলেই ম্লেচ্ছ খাদ্য ভক্ষণ করিতে হয় না। সুতরাং আপত্তি-কারীদিগের এ আপত্তি এখন অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

৫। প্রতিবাদী-দলের পঞ্চম আপত্তি যে, বিলাত বা ইয়োরোপের

---

* জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোহন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিবপঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥
মনু।

কোন দেশ হইতে যাঁহারা ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের কোন উপকারই সাধিত হয় নাই। সুতরাং মিছামিছি সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন করিয়া বিলাত প্রভৃতি স্থানে যাইবার চেষ্টা করিয়া ফল কি? যদি ধরা যায় যে, আজ পর্য্যন্ত এক শত হিন্দু ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং সেই এক শত জনের ভিতর একজনও দেশের কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা হইলেই কিছু ইহা স্থির নয় যে, ভবিষ্যতে যাঁহারা গমন করিবেন,—তাঁহাদিগের দ্বারাও কিছুই হইবে না। আর তাঁহাদিগের কাহারও দ্বারা যে কিছুই হয় নাই, একথাই বা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি। আমি জানি কৃষ্ণনগর জেলার এক জন জমিদার বিলাতে শিক্ষিত হইয়া আসিয়া এখানে লোহার কারখানা খুলিয়াছেন। হোপ নামক ইংরাজি সংবাদ পত্রের খ্যাতনামা সম্পাদক যে বেঙ্গল প্রভিন্‌সিয়েল রেলওয়ে নামক বাঙ্গালী কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রেলপথের সূচনা করিতেছেন, সেই রেলপথ সংস্থাপনের ইচ্ছা ও আবশ্যকতা বোধ কি তাঁহার বিলাতি শিক্ষা ও বিলাতি অভিজ্ঞতার ফল নহে? দেশের সেবা,—দেশের সেবা করিয়া চীৎকার কর কেন? বিলাতে না গিয়া,—আমেরিকার ভূমিতে পদার্পণ না করিয়া,—অধিক কি জাহাজে না উঠিয়াই বা কয়েকজন স্বদেশবান্ধব স্বদেশের সেবাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন? দেশের সেবা বা স্বজাতির স্বার্থের নিমিত্ত যখন তোমরা ইয়োরোপ আমেরিকাদি দেশে গমন কর না,—তখন ইয়োরোপ আমেরিকা প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে দেশের মঙ্গলের আশা কর কি প্রকারে? যাঁহারা স্বজাতির স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা স্বজাতির স্বার্থ রক্ষিত হইয়াছে, যাঁহারা আপন আপন স্বার্থের নিমিত্ত গিয়াছিলেন বা যাইতেছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা আপন আপন স্বার্থ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। কেবল

ডাক্তারি, ব্যারিষ্টারি বা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য না পাঠাইয়া,—কল নির্ম্মাণ, জাহাজ নির্ম্মাণ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত কিম্বা বাণিজ্য বা অপর কোন দেশহিতকর বিষয় সসাধনের নিমিত্ত এ দেশীয় লোকদিগকে ইংলণ্ড আমেরিকাতে কিম্বা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে পাঠাইয়া দাও,—দেখিবে তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন কি না?

আর এক কথা,—এক এক ব্যক্তিকে লইয়াই যদি এক একটি জাতি হয়, তাহা হইলে এক এক ব্যক্তির উন্নতিতে কি জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না? নিশ্চয়ই হয়। আপনারা কি বলিতে চান যে, যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে গমন করেন, তিনি কি নিজেরও কিছুই উন্নতি করিয়া আসিতে পারেন না, অথবা তাঁহার অভিজ্ঞতা কি কিছুই বৃদ্ধি হয় না? আমার এক জন বন্ধু,—যিনি সম্প্রতি ইয়োরোপ আমেরিকার বহুতর স্থান এবং চীন জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর বহুতর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন,—অধিক কি ভূমণ্ডলের বহুদেশ পর্য্যটন সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা এখন সকল বাঙ্গালীর অপেক্ষাই অধিক, জিজ্ঞাসা করি,—তিনি এতদ্দ্বারা যে শিক্ষা,—যে অভিজ্ঞতা ও যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি আপনারা ঘরে বসিয়াই লাভ করিতে পারেন? কখনই না। এমন কি আমি বলিতে পারি, তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন এবং যে সকল অত্যাবশ্যক ও অভিনব তত্ত্ব অবগত হইয়া আসিয়াছেন, আপনারা যদি তাঁহার নিকট গিয়া কেবল সেই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আসেন, তাহা হইলেও আপনারা অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন। ইংলণ্ড বা আমেরিকা প্রত্যাগত ব্যক্তি যদি নিজের বা

দেশের উন্নতির নিমিত্ত কিছুই না করেন, তাহা হইলেও আমি বলিব যে, তিনি আমাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে অভিজ্ঞ ও উন্নত। কারণ তিনি বিধাতার বিচিত্র বিশ্বরাজ্যের অনেক বিচিত্র বস্তু দর্শন করিয়াছেন,—সমুদ্রের প্রচণ্ড পরাক্রম, প্রচণ্ড গর্জ্জন এবং প্রবল বাধা বিঘ্ন সকলকে মনুষ্যের ক্ষুদ্র শক্তি কিরূপে শাসিত করিয়া অনায়াসে গমন করিতে পারে, এবং পর্ব্বতের দুরারোহ পৃষ্ঠে ও মৃত্তিকার গভীর নিম্নে রেলপথ প্রস্তুত করিয়া মানুষের সামান্য শক্তি কিরূপে শত সহস্র লোকের গমনাগমন কার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারে,—তাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; আর যে অপরিমেয় উৎসাহ ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের প্রভাবে পাশ্চাত্য জাতি সকল পৃথিবীকে চমকিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত আগুণের ভিতর অবস্থিতি করিয়া তিনি আপনার জড়তা ও উৎসাহবিহীনতাকেও অনেকাংশে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার কর, সেই দিক দিয়াই প্রতিপন্ন হইবে যে, ইয়োরোপাদি দেশ গমনে উপকার বই কিছুমাত্র অপকার নাই। অতএব যাঁহারা বলেন যে, ইয়োরোপাদি দেশে গমন করিলে নিজের বা দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হয় না,—তাঁহাদিগের কথা যে অমূলক, তাহা এখন প্রতিপন্ন হইতেছে।

৬। ষষ্ঠ আপত্তি,—ইয়োরোপ প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা হিন্দুর সমাজবিপ্লব সাধিত হয়, সুতরাং সমুদ্র-যাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকা উচিত নয়। আচ্ছা ;—তাঁহারা যদি সমাজ-বিপ্লব সাধনে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আর আপত্তি কি ? আর যাঁহারা সমাজ-বিপ্লব সাধনে অগ্রসর হয়েন, তাঁহাদিগের প্রতিকারের ব্যবস্থা ত আপনাদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আমি বলি, যাঁহারা ইয়োরোপাদি হইতে প্রত্যাগত হইয়া মাতৃভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই পদে পদে মাতৃ-

ভূমিকে অবমানিত ও উপেক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন,—স্বদেশের ভাষা ছাড়িয়া বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন,—স্বজাতীয় রীতি নীতি বর্জ্জন করিয়া বিজাতীয় রীতি নীতির অবলম্বনে উদ্যত হয়েন,—এক কথায় হিন্দু হইয়া হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া চাল চালনে আহার আচরণে ইংরাজ হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে স্বজাতির কলঙ্কবোধে বিতাড়িত করিয়া দাও, তাহাতে কোন আপত্তি নাই,—অথবা গৃহের শান্তি ও স্বাস্থের নিমিত্ত যেমন দ্বারস্থিত দুর্গন্ধময় মৃত পশুকে প্রান্তরে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করিয়া দাও, তাহাতেও কোন দুঃখ নাই। দেহের কোন অঙ্গে কোন সংক্রামক পীড়ার সঞ্চার হইলে যেমন সমগ্র দেহের কল্যাণের নিমিত্ত সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলাই যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ সমাজবিপ্লব সাধনাকাঙ্ক্ষী ও যথেচ্ছারপ্রবর্ত্তনকারী লোক-দিগের সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই সমাজ রক্ষার পক্ষে কর্ত্তব্য। ইংরাজ পৃথিবীর কোন্ স্থানে না গমন করিতেছেন ? জাঞ্জিবার বল, কেপ্‌কলনি বল, কানেডা বল, পারস্য বা কালিফর্ণিয়া বল, ভূমণ্ডলের প্রায় সকল স্থানে ও সকল জাতির ভিতরেই ইংরাজ গমন ও অবস্থান করিতেছেন, তাহা বলিয়া কি ইংরাজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশের রীতি নীতি ও আচার অনু-ষ্ঠান উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন ? না,—কারণ ইংরাজের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ আছে,—স্বজাতির প্রতি মমতা আছে। আর আমাদের দেশের লোকের তাহা নাই, সেই কারণ ইংলণ্ড বা আমে-রিকার মৃত্তিকাতে পদার্পণ না করিয়াই,—জাহাজে না উঠিয়াই,—অধিক কি গৃহে বসিয়াই পদে পদে স্বজাতিত্বকে বিসর্জ্জন করিতেছি। সুতরাং সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূলে আপত্তি উথাপিত না করিয়া যদ্দ্বারা স্বদেশবাসী লোকদিগের অন্তরে স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগ সঞ্চা-

রিত হয়, তন্নিমিত্ত চেষ্টা করাই কি কল্যাণকর নহে? এরূপ হইলে অর্থাৎ হিন্দুর অন্তরে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের সঞ্চার হইলে হিন্দু পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াও হিন্দুই থাকিবে। আর এক কথা,—আমি এরূপ বিশ্বাস করি না যে, যাঁহারা ইংলণ্ডাদি হইতে প্রত্যাগত হয়েন, তাঁহারা কেবল নিজের ইচ্ছাতেই যথেচ্ছা চারিতার পথ অবলম্বন করেন। কি আক্ষেপের বিষয় যে, কলিকাতা হইতে তিন মাস পরে কোন আত্মীয় ব্যক্তি গৃহে যাইলে, তাঁহাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা কর, আর ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে কোন আত্মীয় দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার একশেষ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হও! কোথায় কলিকাতা আর কোথায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা? একবার অন্তরে বিচার করিয়া দেখ না,—তোমার সেই একান্ত অনুরাগের পাত্র আত্মীয় ব্যক্তি কত সাগর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কোন্ দূর দেশে অবস্থান করিতেছিলেন,—একবার চিন্তা কর না, তিনি সেই বিদেশে আত্মীয়স্বজন-বিহীন অবস্থাতে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। অবহেলা করিলে যদি গৃহ পোষিত কুক্কুরটাও চলিয়া যায়, তবে অবহেলা করিলে আত্মীয় ব্যক্তি তোমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না কেন? তাই বলিতেছিলাম, এ বিষয়ে দোষ তোমাদিগেরও আছে। এইরূপ অনুদারতা ও সহানুভূতি-বিহীনতা যদি হিন্দু-সমাজে না থাকিত, তাহা হইলে যে সকল বিলাত প্রত্যাগত হিন্দুসন্তান হিন্দুস্থানে অবস্থান করিয়াও বৈদেশিক রীতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ সমাজে থাকিয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইতেন। আমার বিশ্বাস এইরূপ অনুদারতা ও সহানুভূতি-বিহীনতার ভাব যদি হিন্দু সমাজ হইতে অচিরেই তিরোহিত না হয়, তাহা হইলে অল্প অল্প শোণিতস্রাবে যেমন সমস্ত শরীর কালে দুর্ব্বল

ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ হিন্দুসমাজও কালে নির্জীব ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িবে।

৭। আপত্তিকারীরা বলেন,—স্বীকার করি সমুদ্র যাত্রার দ্বারা আমাদিগের ঐহিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ঐহিক উন্নতি যখন মিথ্যা এবং পারত্রিক উন্নতিই সত্য, তখন মিছামিছি উন্নতির নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন কি? এ আপত্তিটা নিতান্তই অর্ব্বাচীনোচিত। ঐহিক উন্নতি যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের ছাপাখানা কেন? যৌথ-কারবার স্থাপন করিবার উদ্যোগ কেন? সংবাদ পত্র প্রচার কেন? আর গঙ্গা ও গণেশবন্দনার গগণভেদিনী ধ্বনি তুলিয়া গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবারই চেষ্টা কেন? পারত্রিক উন্নতিই যদি সত্য হয়,—তবে ঐহিক ছাপাখানার পরিবর্ত্তে পারত্রিক ছাপাখানা স্থাপন কর না কেন? আর ঐহিক মূল্যের পরিবর্ত্তে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে পারত্রিক হিসাবে মূল্য গ্রহণ কর না কেন? আমি বলি, শরীর অপটু বা অকর্ম্মণ্য হইলে যেমন অধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে না, সেইরূপ পার্থিব উন্নতি না হইলেও পারত্রিক উন্নতি হইতে পারে না। বারাণসী তীর্থে সাধুসমাগম করিলে যদি তোমার পারত্রিক উন্নতির পক্ষে সুবিধা হয়, এবং বাষ্পীয় রথে যাত্রা করিলে যদি বারাণসীতীর্থে গমন করা অধিকতর সহজ হয়, তাহা হইলে তুমি কি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহ যে, বাষ্পীয় রথ তোমার পারত্রিক উন্নতি লাভের পক্ষে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিতেছে? জড় ও চেতনের সমবায়ে যখন এই বিশ্বরাজ্য সৃজিত হইয়াছে, তখন সর্ব্বতোভাবে জড়ের সংস্রব ছাড়িয়া দিয়া চেতন লইয়া থাকা অসম্ভব। স্বদেশের ও বিদেশের সকল শাস্ত্রকারেরাই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন,—ইহলৌকিক উন্নতি পারলৌকিক উন্নতির অনুকূল। অতএব সমুদ্র যাত্রা ঐহিক উন্নতির যখন

একটা কারণ, তথন সমুদ্রযাত্রা কি আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়?

৮। অষ্টম আপত্তি,—ইয়োরোপাদি স্থান হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তত নহেন। সুতরাং সমুদ্র-যাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকিলে লোকে যখন ইয়োরোপাদি দেশে গমন করিবে, তথন এ প্রথা না থাকাই ভাল। জিজ্ঞাসা করি, সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া ইয়োরোপাদি দেশে যাত্রা করা কি পাপ? কারণ পাপ না হইলে ত আর প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আমি যদি বাণিজ্য বা বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড-আমেরিকা কিম্বা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে গমন করি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি আমার কোনরূপ পাপানুষ্ঠান করা হইল? জানি না তবে পাপ বলিতে কি বুঝায়? ইহা যদি পাপের মধ্যে পরিগণিত হয়,তাহা হইলে বুঝিব পৃথিবীতে শব্দশাস্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যদি বল, বিদ্যাশিক্ষা বা বাণিজ্যাদির নিমিত্ত ইয়োরো-পাদি দেশে গমন করা পাপ নহে;—তবে ম্লেচ্ছাদির জাহাজে গমন করিতে হয়, ইহাই যাহা কিছু দোষের বিষয়। ম্লেচ্ছের জাহাজে গমন যে দোষের বিষয় নহে এবং ইহা যে হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, সে কথা আমি পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। তবে যদিই ধর যে, তাহা দোষের বিষয়, তাহা হইলেও আমি প্রতিপন্ন করিব যে, তাহা দোষের বিষয় নহে,—সুতরাং তন্নিমিত্তও প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক। উপায় ও উদ্দেশ্য এ দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস,—ইহার ভিতর উদ্দেশ্য সাধু হওয়া প্রার্থনীয়। কোন অপরিচিতা রমণী জলে নিমজ্জিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তুমি তাহা দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তীরে আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে,—তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহাকে হয়ত এরূপ অবস্থায় ধরিতে হইয়াছে, যাহা অবস্থান্তরের

পক্ষে অবশ্যই অনুচিত। কিন্তু তন্নিমিত্ত কি তাঁহারা আত্মীয় স্বজন তোমার প্রতি বিরক্ত হইবেন,—না তোমার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন? কৃতজ্ঞ হইয়াই থাকিবেন। কারণ তোমার উদ্দেশ্য সাধু। তোমার দক্ষিণ হস্ত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত,চিকিৎসক আসিয়া সেই ব্যাধি আরোগ্য করিবার জন্য তোমার হস্তে শাণিত ছুরিকা বসাইতেছেন, তুমি তন্নিবন্ধন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছ, জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহাতে বিরক্ত হইয়া চিকিৎসককে গালাগালি দিবে,—না তাঁহাকে প্রাণদাতা বলিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে? সেইরূপ যদি আমরা পৃথিবীর নানা স্থানে ডাকাতি করিবার নিমিত্ত কিম্বা আর কোনও অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ম্লেচ্ছদিগের জাহাজে যাত্রা করিতাম, তাহা হইলে না হয় এক দিন দোষের কথা হইতে পারিত। কিন্তু যখন আমি আপনাকে অধিকতর শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিবার জন্য কিম্বা স্বদেশের ও স্বজাতির সেবা করিবার জন্য যাত্রা করিতেছি, তখন ম্লেচ্ছাদির জাহাজে আরোহণ দোষাবহ ব্যাপার—একথা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োনীয়তা কোন অংশেই দেখা যাইতেছে না।

আমি জানিতে চাই,—প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তা কে এবং প্রায়শ্চিত্ত কি? মানবের যিনি অন্তর্যামী,—যিনি সর্ব্বসাক্ষী এবং যিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তিদাতা, তিনিই ত প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তা। নচেৎ তুমি, আমি, রাম। শ্যাম দশজনে মিলিয়া কমিটি করিয়া এক জনকে পাপী বলিয়া স্থির করিলেই সে পাপী হইবে না। আর সে যদি যথার্থই পাপী হয়, তবে তাহার নিমিত্ত দশ কাহণ বা বিশ কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিলেই কিছু তোমারা তাহার পাপের মোচন করিতে পারিবে না। মনু বলিয়া গিয়াছেন,—

" কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।

নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কৃত পাপের নিমিত্ত প্রকৃত অনুতাপ করিলে তাহার পাপের মোচন হয়, আর পাপ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে সে পবিত্র হয়। ইহারই নাম যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। আমার বিশ্বাস নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের প্রথা সংসারে যত দিন থাকিবে, ততদিন সংসারে পাপ-স্রোত দামোদর নদের বন্যার মত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকিবে। এই মহানগরীর রাজপথে কত বারাঙ্গনা পাপের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিবারাত্রি সুরাপান ও ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের বিশ্বাস একবার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেই সকল পাপের মার্জ্জনা হইবে। কত হিন্দু-সন্তান বিদেশে গমন করিয়া এবং স্বদেশে অবস্থান করিয়া শত শত পাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে বিশ কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই বেকসুর খালাস পাওয়া যাইবে। খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ খণ্ডে পোপগণ যেমন "ইণ্ডালজেন্স" বিক্রয় করিয়া শত শত পাপীর পরিত্রাণ বিধান করিতেন, সেইরূপ এদেশেও বিশ কাহণ কড়ি বা বিংশতি মুদ্রা ব্যয় করিলেই পাপীর সমস্ত পাপের মার্জ্জনা হইয়া যাইতেছে। আর এক কথা, যাঁহারা ইয়োরোপাদি স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষেই কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, এ কথা আমি অসঙ্কুচিত হইয়াই বলিতেছি। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশে তাঁহারা যাহা করেন,—তাহা অন্তরের সহিত সরল ভাবে করেন না। মানুষ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সরল ভাবে যে কার্য্য না করে, সে কার্য্যের মূল্য কি এবং সে মানুষেরই বা মর্য্যাদা কি? যাঁহারা কতকটা সামাজিক সুবিধার অনুরোধে আপনাদিগের কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও সরলতাকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সমাজের কোন উপকার করিতে পারেন

কি না এবং এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের দ্বারা সমাজ যথার্থ উপকৃত হয় কি না; তাহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। আর এই ছেলে-খেলা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বা পরিত্রাণ কোথায়? প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ত একদল গ্রহণ করে, আবার অন্যদল ঘৃণা করিয়া দূরে পলায়ন করে। যিনি পাপমুক্ত হইলেন, তাঁহাকে লইয়া আবার দলাদলি হয় কেন? আর এক কথা,—যাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া লোককে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, যে পাপের জন্য অপরের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দেন,—তাঁহারা নিজেই সেই পাপের ভাগী হন, আর সে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া যায়।* অতএব ইয়োরোপ প্রত্যাগত ব্যক্তিরা যথার্থ প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত কি না, তাহা শাস্ত্রের মর্ম্মের সহিত মিলাইয়া দেখা উচিত। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা সমাজের বক্ষে বসিয়া শত প্রকার পাপানুষ্ঠান করিতেছেন,—পদে পদে নীতি ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন,—সচ্ছন্দ মনে অতিপাতক মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কই তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর না কেন? সুরাপায়ী, বেশ্যাসক্ত, প্রবঞ্চক, প্রতারকদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হও না কেন? যে পাপ ভারতের মৃত্তিকায় বসিয়া করিলে কোন শাস্তিই ভোগ করিতে হয় না, সে পাপ পৃথিবীর স্থানবিশেষে বসিয়া না করিলেও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এ কি অদ্ভুত যুক্তি! আমি এক ব্যক্তি,—বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ভূমণ্ডলের দেশবিশেষে যাত্রা করিলাম, আর আমার এক প্রতিবাসী এক কুলবধূকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়া তাহার

---

* অজ্ঞাত্বা ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং ব্রুবন্তি যে।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ তৎ পাপং তেষু গচ্ছতি॥
বৃদ্ধ শাতাতপবচনম্।

ধর্ম্মনষ্ট করিল,—তাহার যথাসর্ব্বস্ব অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া উদর পোষণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহাকে নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল ; সমাজ তাহার সমক্ষে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, পাষণ্ড সমাজে স্থান পাইল,—সম্মান পাইল,—তুই দশ দিন পরে সেই আবার সমাজের নেতা হইয়া বসিল। আর আমি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম, সমাজ আমাকে দেখিয়া লৌহঅর্গলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন,—চিরদিনের নিমিত্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, এবম্বিধ সমাজের নৈতিক ভিত্তি কোথায় এবং এবম্বিধ সমাজের দ্বারা সংসারের কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে কি না ? প্রায়শ্চিত্ত লইয়া যাঁহারা বড়ই আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, বাঙ্গালা দেশ ছাড়া ভারতের অপর কোথাও হিন্দু আছে কি না ? অবশ্যই আছে। উত্তর পশ্চিম, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও হিন্দু আছে। আমি জানি মান্দ্রাজের স্যর দেওয়ান রঘুনাথ রাও প্রমুখ হিন্দুগণ বিলাত-ফেরতদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্ততেই সমাজে গ্রহণ করিতেছেন। দেওয়ান রঘুনাথ রাওএর মত লোক হিন্দু নহেন,—একথা কে বলিতে পারেন ? পরলোক-গত অনারেবল বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক মহাশয় বোম্বাইতে সমুদ্র-যাত্রা প্রথা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম আন্দোলন উপস্থিত করেন, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। মাণ্ডলিক মহোদয়ের মত হিন্দু বাঙ্গালা দেশে কয় জন আছেন ? ইংলণ্ডাদি দেশে গমন ও অবস্থান যদি হিন্দুর পক্ষে যথার্থই পাতিত্যজনক হয়, তবে মান্দ্রাজের হিন্দুদিগের নিকট তাহা হইতেছে না কেন ? যাহা হউক আমি এসম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, বিদ্যাশিক্ষা বা বাণিজ্যাদির নিমিত্ত ইয়োরোপাদি দেশে অবস্থান

করিয়া আসিলে যখন তাহাতে কোনরূপ পাপই অনুষ্ঠিত হয় না, তখন তাহার নিমিত্ত আবার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি ?

এ সম্বন্ধে আর একটা আপত্তি আছে, সেটা কিন্তু অবান্তরিক— অর্থাৎ সে আপত্তিটা ঠিক সমুদ্র-যাত্রার প্রতিকূলে নয়,—কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলনের প্রতিকূলে। প্রতিপক্ষেরা বলিয়া থাকেন, সমুদ্র-যাত্রা করিবে কর,—কিন্তু তাহার নিমিত্ত আন্দোলন কেন ? আবার সে আন্দোলনে সাহেবের সমাগম কেন ? জিজ্ঞাসা করি বিনা আন্দোলনে জগতে কোন্ গুরুতর কার্য্য সাধিত হইয়াছে ? নাসিকারন্ধ্রে সর্ষপতৈল লাগাইয়া নিদ্রিত থাকিলে পৃথিবীতে কে কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে ? আমেরিকার স্বাধীনতা সংস্থাপন বল, প্রটেষ্টেণ্ট ধর্ম্ম প্রণালীর প্রবর্ত্তনা বল, ইটালির অধীনতা মুক্তি বল,—পৃথিবীতে কোন মহৎ ও অত্যাবশ্যক কার্য্য বিনা আয়াসে বিনা আন্দোলনে সম্পন্ন হইয়াছে ? বিনা আন্দোলনেই যদি সব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দিন সহবাস সম্মতি আইনের প্রতিকূলে এত আন্দোলন করিলে কেন ? সহবাস-সম্মতির আইনে হিন্দু সমাজের অমঙ্গল হইবে এই বিবেচনা করিয়াই ত তাহার প্রতিকূলে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলে ? আমরাও সেইরূপ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি সমুদ্র যাত্রার প্রথা প্রচলিত না হইলে,—হিন্দুগণ বাণিজ্যাদির নিমিত্ত সমুদ্র-পথে যাত্রা পূর্ব্বক পৃথিরীর নানা দেশ ও নানা জাতির ভিতরে গমন না করিলে আমাদিগের জাতীয় দুর্গতি ঘুচিবে না ;—আমরা একটা জাতির মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারিব না। এই কারণেই আমরা এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জাতীয় দুর্গতি ও জাতীয় অমঙ্গল নিবারণ করিবার নিমিত্ত যে জাতির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই এবং কোনরূপ আয়োজন বা আন্দোলন নাই, সে জাতির জীবনীশক্তি যে একবারে বিনষ্ট হইয়া

গিয়াছে, এ কথা আমি স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছি। বিনা আন্দোলনে যখন জগতে কোন মহৎ ও লোকহিতকর কার্য্যই সাধিত হয় না, তখন ইহার নিমিত্ত আন্দোলনের যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে,— এ কথা আমি সহস্রবার বলিব।

এই আন্দোলনে সাহেব আসিয়া যোগ দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি,— তাহাতে অপরাধ কি হইয়াছে? আবার যদি দুই জন মৌলবি ও দশ জন জর্ম্মণ আসিয়া ইহাতে যোগ দেন,—তাহাতেই বা অপরাধ কি হইবে? গোলাপ পুষ্প প্রান্তরে কণ্টকাকীর্ণ ভূমির উপরে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার দূরস্পর্শী সৌরভে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়, তাহা বলিয়া গোলাপ কি তোমাদিগের নিকটে আসিয়া বলে যে, ওগো! তোমরা একবার আমার নিকটে এস,—আসিয়া আমার এই মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি আঘ্রাণ করিয়া যাও? না তোমরা দূর হইতে সুরভি আঘ্রাণ করিয়া তাহার নিকট আপনা আপনিই গমন কর? সেইরূপ যে কার্য্যের উপরে দশ জনের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, যে কার্য্যের সহিত জাতীয় উন্নতি অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, লোকহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই সেই কার্য্যের সহিত সম্মিলিত না হইয়া কোনরূপেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। বন্যার বিষম প্লাবনে স্পেন দেশের শত সহস্র লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল, তন্নিমিত্ত লণ্ডনের "মেনসন্ হাউসে" চাঁদা সংগ্রহ হয় কেন? মধ্য আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা ঘোর অজ্ঞানতা ও ঘোর বর্ব্বরতায় কালাতিপাত করিতেছে, তাহাদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত লণ্ডনে সহস্র সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইতেছে কেন? মান্দ্রাজের লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের দারুণ আগুণে পুড়িয়া মরিতেছে, তাহার নিমিত্ত তোমরা এখান হইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া টাকা পাঠাইতেছ কেন? যাঁহার হৃদয়ে মানবপ্রেম বিদ্যমান আছে,—লোকহিতেচ্ছা জাগ্রত আছে এবং মানব জাতির

সাধারণ উন্নতির নিমিত্ত অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি লোক-হিতকর অনুষ্ঠানে আপনা হইতে আসিয়াই মিলিত হইবেন। সমুদ্র-যাত্রার অন্দোলন যখন সৎ ও মহৎ, এবং ইহার সহিত যখন আমাদিগের জাতীয়মঙ্গল বিশেষরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তখন লোক-হিতাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই ত ইহার সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। সহানুভূতিকারী ব্যক্তি, ইংরাজ হউন, ফরাসি হউন, মৌলবি হউন আর স্পানিয়ার্ডই হউন, তাহাতে আপত্তি কি এবং অপরাধই বা কি? সমুদ্র-যাত্রার প্রতিকূলে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রধান প্রধান আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, আমি একে একে সে সকলের খণ্ডন করিলাম, এখন ইহার আবশ্যকতা কি, তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

[আবশ্যকতা-প্রতিপাদন]

১। সমুদ্র-যাত্রার প্রথা না থাকিলে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার হইতে পারে না, এবং বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার না হইলে জাতীয় বৈভব বৃদ্ধি হইতে পারে না। আজ যে ইংরাজ এই বহুবিস্তৃত বহু ভাষা বহু জাতি ও বহু সম্প্রদায়-সমন্বিত ভারতের একচ্ছত্রা অধিপতি, আজ যে ইংরাজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে ইয়োরোপীয় রাজন্যবর্গ চিন্তিত এবং আজ যে ইংরাজের দর্প চূর্ণ করিবার মানসে ইয়োরোপের প্রধান প্রধান শক্তি সম্মিলিত হইয়াও সর্ব্বদাই বিচলিত, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সেই ইংরাজের অবস্থা কি ছিল, তাহা আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদিগের উৎসাহ-সম্পন্ন ও বীর্য্যবন্ত পূর্ব্ব-পুরুষগণ যখন সমুদ্র-যান নির্ম্মিত করিয়া বাণিজ্যার্থে সমুদ্র-পথে গমন করিতেছিলেন, তখন ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া বনচর পশুর সঙ্গে যার পর নাই বর্ব্বরভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু আজ সেই ইংরাজের অবস্থা এবং সেই আমা-

দিগেরই বা অবস্থা কি? পৃথিবীতে এরূপ নদ নদী ও সাগর সমুদ্র অতি অল্পই আছে, যেখানে ইংরাজবণিকের অর্ণবযান গমন না করিয়াছে,—সমগ্র-ভূমণ্ডলের মধ্যে এরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র বা বন্দর নাই, যেখানে ইংরাজ বণিকের পদার্পণ না হইয়াছে। আর আজ আমরা কি ভাবে কালযাপন করিতেছি? আমাদিগের সে সমুদ্রযান কোথায়, সমুদ্র যাত্রা কোথায়? সে সমস্তই আজ আমাদিগের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, আমাদিগের বাণিজ্য আজ কেবল একটা কথার কথা মাত্র হইয়া শব্দ-শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগের এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ কি? এ কথার উত্তরে আমি বলি দরিদ্রতা। প্রতি বৎসরেই দুর্ভিক্ষের দারুণ অনলে ভারতের সহস্র সহস্র প্রজা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে, স্তূপীকৃত নরকঙ্কালে ভারতের শত সহস্র পল্লী শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে, আর যদি চক্ষু থাকে, তবে চাহিয়া দেখ,—সাগরসলিল-প্রক্ষালিত কুমারিকা হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্য্যন্ত এই বিশাল ভারতের বিশাল আকাশ দারিদ্র্য-নিপীড়িত ভারতবাসীর দীর্ঘনিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতে অমঙ্গলরূপ ঘনীভূত মেঘমালা সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র ভারতের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ছুটিতেছে। আলোচনায় যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এই নিদারুণ দরিদ্রতার মূলে বাণিজ্যাভাবকেই প্রধান কারণ রূপে দেখিতে পাই। যদি বাণিজ্য না থাকে, তবে দেশীয় শিল্পের বিস্তারে বিশেষ ফল কি এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিতেই বা বিশেষ সুবিধা কি? ভারতের অনন্ত ফলপ্রসবিনী মৃত্তিকারই বা দোষ কি,—ভারতের মৃত্তিকা ত প্রতিবৎসরই লক্ষ লক্ষ মণ পাট, তুলা, গম প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করিয়া দিতেছে। আমরা তাহা লইয়া কি করিতেছি,—আমরা সেই সকল লইয়া ইংরাজ বণিকের করে সমর্পণ করিতেছি, ইংরাজ বণিক ভারতের সেই তুলা,

পাট, গম প্রভৃতি লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমার বিশ্বাস,—এই কঠোর জীবনসংগ্রামের দিনে,—এই স্বাধীন বাণিজ্য-নীতির সময়ে যদি আমরা বাণিজ্য সম্বন্ধে অপরাপর জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের অবসানদশা অচিরেই উপস্থিত হইবে। "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, এই মঙ্গলময় কথার প্রচার প্রথমে ভারতেই হইয়াছিল, আর এখন এই মঙ্গলময় কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই ভারত লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার সমুদ্রযাত্রার উপর বিশেষরূপ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সমুদ্র যাত্রার প্রথা প্রচলিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

২। ইহার উপরে এখন আমাদিগের রাজনৈতিক মঙ্গলও নির্ভর করিতেছে। ইংরাজ এখন আমাদিগের রাজা এবং ইংরাজের বাস ইংলণ্ডে, সুতরাং ইংলণ্ডের সহিত যে, আমাদিগের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষরূপে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কোনরূপ বিপত্তি নিবারণের নিমিত্ত গ্রামের গোমস্তার নিকটে আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে যেমন প্রজারা স্বয়ং জমিদারের নিকটে আসিয়া দরবার করে, সেইরূপ আমাদের পক্ষেও এখন বিলাতে দরবার করার প্রয়োজন হইয়াছে। বিলাতে দরবার করিলে যে কোন ফলই ফলে না, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই ইংলণ্ডে গমন করুন, ইংলণ্ডবাসীর নিকটে ভারতীয় প্রজার দুঃখ দুর্গতি কীর্ত্তন এবং তাহা মোচনের নিমিত্ত চেষ্টা করাও তাঁহার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলাতে উত্তীর্ণ হইয়া সতীদাহ প্রথার পক্ষপাতিরা প্রিভি-কাউন্সিলের নিকট যে আপীল করিয়াছিলেন, সেই আপীল নামাঞ্জুর করাইয়া দেন, পার্লিমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত

হইয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আপনার মতামত প্রকাশিত করেন। বলা বাহুল্য যে, মহাসভার সভ্যগণ তাঁহার মতামতকে অত্যন্ত সারবান্ মনে করিয়া অনেক পরিমাণে তদনুসারেই ভারতের শাসনপ্রণালী পরিচালিত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ডে গিয়া অনেক বিষয়েই অতি উচ্চ দরের বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কি" এই বিষয়েও এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে তিনি ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষ-গণের ব্যবহার সম্বন্ধে এরূপ উজ্জ্বল চিত্র ইংলণ্ডবাসীদিগের সমক্ষে চিত্রিত করিয়াছিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজনীতিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবতের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তন্নিমিত্ত চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তবে কিরূপে বলিতে চাও যে, বিলাতে দরবার করিলে কোন ফলই ফলিতে পারে না। ইংরাজ-চরিত্র যেরূপ হউক না,—ন্যায়পরতা ইংরাজ-চরিত্রের নিকট এখনও এরূপ সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদিগের ভিতর হইতে সরলচিত্ত ও প্রকৃত দেশহিতাভিলাষী ব্যক্তি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডবাসীর নিকটে ভারতের দুঃখ দুর্গতির কথা বর্ণন করিলে এবং শাসন প্রণালীর সংশোধন সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলে আমরা নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্য হইতে সমর্থ হইব। সুতরাং রাজনৈতিক কল্যাণের নিমিত্ত আমাদিগের সমুদ্র যাত্রার এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

৩। তৃতীয় আবশ্যকতা,—এতদ্দ্বারা সভ্যতার বিস্তার হয়। আমি যদি জন্মাবধি কোন স্থানে গমন না করিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া কেবল গৃহের ভিতরেই আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে আমার উন্নতি হইতে পারে কি না? কখনই না। দশ জনের সঙ্গে না মিশিলে,

দশ জনের সহিত আলাপ আলোচনা না করিলে তোমার অভাব কি তাহা বুঝিতে পারিবে না এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাও তুমি যেমন অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে না,—সেইরূপ এক জাতির সহিত অপর জাতি না মিশিলেও কোন রূপেই জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। সুতরাং এ পক্ষেও সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজন। আপনারা আজ যে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইয়া মনুষ্য-নামকে মহিমান্বিত করিতেছেন, যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহকে একটা সুখকর ব্যাপারের মধ্যেই পরিগণিত করিয়াছেন, আর যে শক্তি লাভ করিয়া বাহ্য প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করত সূর্য্য চন্দ্রকে আপনাদিগের গণনার ভিতুরে আনিয়াছেন, এবং সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ও পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আপনাদিগের প্রতাপ ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্যকেই ধরাতলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন, সেই উন্নতি, সেই জ্ঞানালোক ও সেই শক্তি হইতে আজিও যে সহস্র সহস্র মনুষ্য সন্তান বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা ত আপনারা সকলেই জানেন। মনুষ্য নামের অনুরোধে সেই সকল হতভাগ্য বর্ব্বরদিগকে শিক্ষিত ও সভ্য করা কি আপনাদিগের পক্ষে একটা কর্ত্তব্য নয়? অনন্ত বারিনিধির বক্ষে এখনও এরূপ কত শত দ্বীপ ভাসমান রহিয়াছে, যেখানকার লোকেরা অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার চরম অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে,—অধিক কি যেখানকার লোকেরা মনুষ্য হত্যা করিয়া মনুষ্য-মাংস ভোজনে উদর পূরণ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, সেই হতভাগ্যদিগকে মনুষ্য নামের উপযুক্ত করা কি আপনাদিগের পক্ষে একটা ধর্ম্ম নহে? আমি জানি, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ফিজি দ্বীপের লোকেরা নরমাংসভোজী ছিল। কিন্তু এখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অপরিসীম চেষ্টা ও যত্নে ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা শিক্ষা ও সভ্যতার

আলোক প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছে। যে সকল মানব-প্রেমিক মহামনা ব্যক্তির উদ্যোগ ও অধ্যবসায়বলে এই দ্বীপবাসী লোকেরা সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র নহেন? নিশ্চয়ই। আর যদি সমুদ্র-পথে গমনাগমনের সুব্যবস্থা থাকাতেই তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার লোকদিগকে মনুষ্যনামের উপযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে সমুদ্র-যাত্রার সুব্যবস্থা কি সংসারের এই মহামঙ্গলকর ব্যাপারের পক্ষে একান্ত সহায় হইতেছে না?

৪। চতুর্থতঃ—ইহাতে শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়। যে জাহাজ সঙ্কটময় সমুদ্র-পথে গমন করিতেছে এবং যে জাহাজ অপরিমেয় জলরাশির উদ্বেলায়মান তরঙ্গমালাকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে উপস্থিত হইতেছে, সেই জাহাজ নির্ম্মাণ যে শিল্পনৈপুণ্যের একটা বিশেষরূপ পরিচয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি প্রত্যেককেই অনুরোধ করি যে, জাহাজের ভিতর এক একবার প্রবিষ্ট হইয়া দেখিয়া আসিবেন যে, আরোহীদিগের সুবিধা ও সচ্ছন্দের নিমিত্ত কিরূপ সুন্দর প্রণালী ও সুব্যবস্থার সহিত জাহাজ খানি নির্ম্মিত হইয়াছে। অনন্ত অকূল বারিনিধির উপর দিয়া ছয় মাস কাল গমন করিলেও আরোহীদিগকে কোনরূপ ক্লেশই ভোগ করিতে হইবে না,—ইহা কি শিল্পের সামান্য মহিমা! আমি এরূপ অর্ণবপোতের কথা শুনিয়াছি, যাহার উপরে শরীর রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত উপায় ও উপাদানই বিদ্যমান রহিয়াছে, বায়ু সেবনের নিমিত্ত উদ্যানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার এক পার্শ্বে মুদ্রাযন্ত্র চালাইয়া পুস্তকাদি মুদ্রিত করা হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় এক একখানি অর্ণবপোত যেন এক একখানি পল্লী বা এক একটি সহর। আমাদিগের নিকট জাহাজ ও জাহাজ নির্ম্মাণ একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সুতরাং এসম্বন্ধেও

আমাদিগের শিল্পের অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়। আমাদিগের গাধাবোট গাধার মত ধীরে ধীরে চলিতেছে, তাহার হাল্‌টা হয়ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পাল্‌-খানা হইতে বিষম দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তাহার উপরে না শুইবার, না খাইবার, না বসিবার কোন বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত আছে। আমরা সেই গাধাবোট লইয়াই সন্তুষ্ট,—কারণ আমরা হিন্দুসন্তান*। কিন্তু আমাদিগের এমত এক দিন গিয়াছে, যখন এ দেশীয় লোকেরা সমুদ্র-পোত নির্ম্মাণ বিষয়ে ইয়োরোপীয়দিগের অপেক্ষাও উন্নতিলাভ করিয়াছিল। * আমাদিগের এমত এক দিন গিয়াছে, যখন সমুদ্রপোত নির্ম্মাণকে এদেশের জাতিবিশেষ একটা বৃত্তিরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হউক সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ যদি শিল্পের উন্নতি ও পারিপাট্য সাপেক্ষ হয়, তবে আমাদিগের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পের উন্নতি ও পারিপাট্য সাধনের নিমিত্তও কি সমুদ্র-যাত্রা প্রয়োজনীয় নহে?

৫। পঞ্চমতঃ—এতদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। সমুদ্র-ভ্রমণ ও সমুদ্র-বায়ু সেবন করিয়া পীড়িত ও সুস্থ সকল ব্যক্তিই বিশেষরূপ

---

*Mr Edye's manuiscript appeared to me to posses more value from the remarkable fact, that many of the vessels of which he gives us an account, illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purposes for which they are required, that, notwithstanding their superior science, Europeans have been unable, during an intercourse with India of two Centuries, to suggest, or at least to bring into successful practice, one improvement. (Sir John Malcolm on Mr Edye's paper on the native vessels of India and Ceylon, Journal of the Royal Asiatic Society, V I, P 1—2).

উপকার লাভ করিয়া থাকেন। সমুদ্র-স্নানেরও অনেক উপকারিতা আছে। আপনারা অনেকেই জানেন যে,বহুদিন পীড়ার পর আরোগ্য লাভ করিয়া যখন কেহ উষ্ণজলে স্নান করিতে যায়, তখন সেই উষ্ণ-জলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার প্রথা আছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, লবণাক্ত জলে স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর। এদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র বলুন, আর বিলাতি চিকিৎসা শাস্ত্র বলুন, সকল দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই সমুদ্র ভ্রমণ, সমুদ্রবায়ু-সেবন ও সমুদ্র-স্নানের ভূরি ভূরি প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমুদ্র-সলিলে স্নানের প্রথা পুর্ব্বকালে এ দেশেও বিদ্যমান ছিল। হরিবংশ ও পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যে, হিন্দুনরপতিগণ সময়ে সময়ে মহাসমারোহ পূর্ব্বক সমুদ্রসলিলে স্নানার্থ যাত্রা করিতেন। বাস্তবিকই যে সকল পীড়া বহু আয়াসে ও বহুচিকিৎসাতেও আরোগ্য হয় না, সেই সকল পীড়া সমুদ্রস্নানে সহজেই দূরীভূত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রমাগত নগর-বাস, শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতি নিবন্ধন যাঁহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে সমুদ্র-স্নান যার পর নাই উপকারপ্রদ।*

---

* The superiority of sea-bath has been placed byond surmise, for direct experiment has establised the facts that a sea-bath acts far more powerfully on tissue metamorphosis than the simple water-bath. * * * *
It is scarcely necessary to occupy much space with a narration of the cases likely to derive benefit from sea-bathing. In chronic illness attended by debility sea-bathing yields the best results ; but it is specially useful to those recovering from acute diseases, and to persons whose health has been broken by over-work, by residence in towns,sedentary employ-

যাঁহারা বহুদিন হইতে কোনরূপ পীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন এবং ক্ষয়-কাশাদি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অবিশ্রান্ত যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা যে অশেষ ফলপ্রদ, তাহা ডাক্তারেরা বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন।† তাহা হইলে সমুদ্র-যাত্রার দ্বারা কেবল বাণিজ্যের উন্নতি হয়,—অথবা সভ্যতার বিস্তার হয়,—এরূপ নহে, কিন্তু যে শরীর মনুষ্যের সকল উন্নতি ও সকল সুখের আশ্রয়-স্বরূপ, এতদ্দ্বারা সেই শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ইহা লোকসমাজের পক্ষে কিরূপ মঙ্গলদায়ক, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।

৬। ষষ্ঠতঃ—এতদ্দ্বারা যথেষ্ঠ পরিমাণে মানসিক উন্নতিও সাধিত হয়। বাহ্য প্রকৃতি মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে, একথা মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জনকোলাহল-পরিপূর্ণ বড় বড় নগরে আজীবন কাল অবস্থিতি করিয়া সহস্র প্রকার কৃত্রিমতার ভিতরে কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের মনের উপযুক্ত বিকাশ ও প্রসারতা সাধিত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই কারণ পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর মুখ-শ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, লোকসমাজে যুগান্তর-স্রোত উপস্থিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষগণের অনেকেই

---

ments or by injurious excesses. (Hand-book of Therapeutics, by *Dr* Ringer.)

† Sea-voyages have, from remote antiquity, formed a mode of treatment in chronic diseases, specially of the respiratory organs, and have more lately been much recommended in the treatment of consumption and scrofulous affections. (Dictionary of medicine. Edited by Sir Richard Quain. Part II, P 1408).

পর্ব্বতের সুরম্য উপত্যকা-ভূমি বা চারিদিকে শস্যপরিপূর্ণ প্রান্তর-বেষ্টিত পল্লী, অথবা কলকল-নিনাদিনী স্রোতস্বিনীর তীরস্থ রমণীয় প্রদেশ প্রভৃতি স্থানেতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিম্বা তথায় লালিত পালিত হইয়াছেন। উন্মুক্ত আকাশের অনন্তভাব, শস্যশ্যামল প্রান্তরের রমণীয় ভাব এবং উন্নত পর্ব্বতমালার শান্ত গম্ভীর ভাব বাল্যকাল হইতে যাঁহার মনে অবিরত অধিপত্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহার মন উন্নত ও প্রসারিত হইবে না কেন? আবার যাঁহার মন যে পরিমাণে বড়, পৃথিবীতে তিনিই তত বড় লোক। মহাপুরুষদিগের সঙ্গে আমাদের প্রধান প্রভেদ এই যে, তাঁহাদিগের মন আমাদিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বড়, আর আমাদিগের মন নিতান্ত ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা আপনাদিগের বিশাল বিস্তৃত মনের ভিতরে শত্রু মিত্র,—স্বদেশী বিদেশী সকলকেই,—অধিক কি সমগ্র জগতকেই ধারণ করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা আমাদিগের মনোমধ্যে আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়াই পরিশ্রান্ত ও পরিতৃপ্ত। মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ বাঙ্গালা দেশে অভ্যুদিত হইয়া প্রেম ভক্তির তরঙ্গে সমগ্র ভারতকে ত প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—তদ্ভিন্ন যবন ম্লেচ্ছ—আচণ্ডাল সকলকেই আপনার মনের মধ্যে স্থান দান করিয়া আপনার মানসিক মহিমার অসামান্য পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। বাহ্যপ্রকৃতির শক্তি যখন মনের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, তখন বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে সমুদ্র যখন একটা বিরাট বিচিত্র ব্যাপার, তখন তাহার শক্তিও আমাদিগের মনের উপর কার্য্য করিবে না কেন? এমন সঙ্কীর্ণচেতা পৃথিবীতে কে আছে, যাহার সঙ্কীর্ণচিত্ততা বারিনিধির বিশাল বিস্তৃত ভাব দর্শন করিয়া বিদূরিত না হইবে, এমন পাষণ্ডমতি মনুষ্যই বা ইহলোকে কে আছে, যাহার মন অনন্ত সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও বিশ্বপতির বিচিত্র

কৌশল ও বিচিত্র মহিমায় বিমোহিত না হইবে? সমুদ্র-যাত্রার দ্বারা কেবল মানসিক প্রসারতাই সাধিত হয় না,—এতদ্দারা মানসিক বলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসভ্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের পার্থক্য এই যে, তাহাদিগের মানসিক বল নাই,—আমাদিগের তাহা আছে। তাহারা মানসিক বলের অভাবে প্রকৃতির দাস,—আমরা তাহাতে বলীয়ান্,—সুতরাং আমরা প্রকৃতির প্রভু। প্রবল ঝটিকা উঠিলেই অসভ্যেরা আপন আপন পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়, আমরা না পলাইয়া ঝটিকার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও আপন আপন গৃহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করি,—তাহারা আকাশবক্ষে বজ্র বিদ্যুতের সঞ্চার হইলেই অমনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর আমরা ভয়ে অভিভূত হওয়া দূরে থাকুক,—সেই বজ্র বিদ্যুতকে লইয়া আপনাদিগের কাজে লাগাইতে চেষ্টা করি। যে মানসিক বলের অভাবে অসভ্যেরা এতই হীনাবস্থ,—আমি বলি, সেই মানসিক বল সঞ্চারের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা একটা প্রধান উপায়। অর্ণবপোতকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত সমুদ্র প্রচণ্ড গর্জ্জন করিয়া আপনার প্রচণ্ড তরঙ্গমালাকে বিস্তৃত করিতেছে, কাপ্তেন ও নাবিকেরা সেই তরঙ্গমালাকে উপহাস করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সমুদ্র আপনার বিশাল বক্ষকে এক একবার বিশেষরূপে বিকম্পিত করিয়া জাহাজখানাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ হইতেছে, জাহাজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আপনার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ছুটিতেছে, অর্ণবপোতের চারিদিক ঘোর কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়াছে,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফদ্বীপ ইতস্ততঃ ভাসমান হইয়া আরও বিভীষিকার উৎপাদন করিতেছে, অর্ণবপোত এই সকল প্রতিকূলতাকেও অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, কাপ্তেন ও নাবিকদিগের পক্ষে ইহা কি সামান্য মানসিক বলের পরিচয়? মেঘ ডাকিলেই যাহারা গৃহের কোণে গিয়া লেপ চাপাইয়া

লুকাইয়া থাকে, পিস্তলের শব্দ শুনিলেই যাহাদিগের মস্তক ঘুরিয়া পড়ে, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ মানসিক বল আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ প্রভৃতি জাতির পক্ষে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিনা সংগ্রামে বা সংঘর্ষণে কে কোথায় শক্তি লাভ করিয়া থাকে? আমি বিবেচনা করি, সমুদ্র যাত্রার প্রথা প্রচলিত হইলে বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে ত আমাদিগের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবেই,তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী জাতি যে ভীরুতা ও কাপুরুষতার নিমিত্ত জগতের নিকট নিন্দিত, সেই ভীরুতা ও কাপুরুষতা তিরোহিত হইয়া বাঙ্গালীকে পৃথিবীর মধ্যে একটা বীর্য্যবান্ জাতিরূপে পরিগণিত করিয়া তুলিবে।

৭। ইহার সপ্তম ফল আধ্যাত্মিক উন্নতি। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার চিত্ত ভগবানের বিচিত্র লীলা ও বিচিত্র মহিমা দর্শন করিয়া ভক্তিরসে প্লাবিত হয় কি না? নিশ্চয়ই হয়। এই কারণেই ভক্তের হৃদয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা অনুভব করিতে বড়ই লালায়িত। উন্নত পর্ব্বতমালা এবং অগাধ অনন্ত সমুদ্রের মত প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আর কোথায় আছে? যেখানে তরঙ্গমালা তালে তালে নৃত্য করিয়া বিশ্বপতির গাম্ভীর্য্য ও মহিমা অবিরত প্রচার করিতেছে, যেখানে বীচিমালার অট্টহাস্যস্বরূপ ফেণপুঞ্জের শুভ্র রশ্মি নিবিড় নীলিমার সহিত মিশ্রিত হইয়া অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করিতেছে, যেখানে প্রভাকর অনন্ত জলরাশির ভিতর হইতে উত্থিত হইয়া আবার অনন্ত জলরাশির ভিতরেই ডুবিয়া যাইতেছে, যেখানে নিস্তব্ধ নিশাকালে চন্দ্রমার পরম রমণীয় কিরণমালা নীলিমাময় জলরাশির উপরে প্রতিভাত হইয়া মহিমাময় পরমেশ্বরের অপরূপ মাধুর্য্য প্রচার করিতেছে এবং যেখানে প্রবল প্রভঞ্জন মধ্যে মধ্যে দুরন্ত দানবের ন্যায় প্রমত্ত ভাবে আপনার শত বাহু বিস্তার পূর্ব্বক

উদ্বেলায়মান জলরাশিকে আরও উদ্বেলিত ও আরও আলোড়িত করিয়া সেই বিরাট পুরুষের বিচিত্র শক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে, সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা ও বৈচিত্র্য দর্শন করিলে ভক্ত ত দূরের কথা,—কত পাষণ্ডের পাষাণময় চিত্তও ঈশ্বরের প্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। তবে কোন্ যুক্তিতে বলিতে চাও যে, সমুদ্র যাত্রায় আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় না? বলা বাহুল্য যে, এই কারণেই ভক্তকুল-চূড়ামণি চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের নিম্নে বঙ্গ-সমুদ্র বিধাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্য বিস্তারিত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। চৈতন্যদেব যখন ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, তখন সাগরতটে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ নয়নে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন,—দর্শন করিয়া আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন এবং শুনিতে পাই এইরূপে উন্মত্ত হইয়াই নাকি একদিন নিশাকালে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যকে ধরিবার নিমিত্তই সমুদ্র সলিলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক দেহপাত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সমুদ্র যাত্রার আরও অনেক আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সে সকলের উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগের আর অধিক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্টসন সমুদ্রযাত্রা লোকসমাজের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা তৎপ্রণীত আমেরিকার ইতিহাসে বিশদরূপে বলিয়া গিয়াছেন।* আপনারা আজ একবার বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া

*Remote countries can not convey their commodities by land to those places, where on account of their rarity they are desired and become valuable. It is to navigation that men are indebted for the power of transporting the superfluous stock of one part of the earth to supply the wants of another. The luxuries and blessings of a particular climate are no longer

দেখুন যে, সমুদ্র যাত্রার প্রথা সংসারে না থাকিলে মানবজাতিকে কি ঘোর অজ্ঞানতার ও অবনতির অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত। যে আমেরিকা আজ মস্তকোত্তোলন করিয়া সৌভাগ্য ও সম্পদ সম্বন্ধে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং যে আমেরিকা ভূমণ্ডলের অর্দ্ধখণ্ডস্বরূপ, সেই আমেরিকা,—সমুদ্র যাত্রার প্রথা না থাকিলে কি অবস্থায় কাল যাপন করিত? যে আফ্রিকা কিছুকাল পূর্ব্বে বহুবিধ বর্ব্বরতার আবাস-ক্ষেত্র ছিল, জিজ্ঞাসা করি, সমুদ্র যাত্রা না থাকিলে লিভিং-ষ্টোনের মত মহামনা ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া আফ্রিকাকে শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে অগ্রসর করাইতে সমর্থ হইতেন কি না? আর যে ইংরাজ জাতির সমাগমে ভারতে নূতন অলোক ও নূতন জীবনের সঞ্চার হইতেছে, এবং বহুবিধ কুরীতি ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের সমক্ষে উন্নতির বিবিধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করি, সমুদ্র যাত্রা না থাকিলে ইংরাজ জাতি ভারতের কূলে পদার্পণ করিয়া এই সকল মঙ্গলের স্থচনা করিতে পারিতেন কি না? সমুদ্রযাত্রার দ্বারা যদি বাণিজ্যের উন্নতি হয়, সভ্যতার বিস্তার হয়, রাজনৈতিক মঙ্গল সাধিত হয়, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সংসাধিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মত জাতির পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা বিশেষ প্রয়োজনীয় কি না? আর পূর্ব্বপুরুষগণের সৎকীর্ত্তি রক্ষা করা যদি সৎপুত্রের কর্ম্ম হয় এবং আমাদের যদি সৎপুত্র হইবার কামনা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে সমুদ্র-যাত্রার আবশ্যকতা আছে কি না? এবং অবশেষে আমি আপনাদিগকে হিন্দুজাতির ভাবী উন্নতি ও

---

confined to itself alone, but the enjoyment of them is communicated to the most distant regions. (Rebertson's History of America, Book I, P 29).

ভাবী মঙ্গলের নামে এবং মানবপ্রকৃতির চিরোন্নতিশীলতার নামে জিজ্ঞাসা করি যে, এই অবর্ণনীয় দুর্গতির ও অধোগতির অবস্থায় হিন্দুজাতির পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা একান্ত বাঞ্ছনীয় কি না?

অবশেষে আমি এক প্রস্তাব করি যে, যদি বিশ বা ত্রিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দেশের জমিদার ও ধনাঢ্য-মহোদয়গণ সমবেত হইয়া সেই টাকা সংগৃহীত করিয়া এক ফণ্ড সংস্থাপিত করুন, এবং সেই ফণ্ড হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও জাহাজ চালান কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর দুই জন করিয়া এদেশীয় যুবাকে ইংলণ্ডে বা আমেরিকাতে পাঠাইয়া দিউন, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়া এদেশে আসিয়া ডক স্থাপন করুন,—জাহাজ নির্ম্মাণ করুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল উপাধিধারী সংসারে অন্নসংস্থানের কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদিগের কাহাকেও নাবিক এবং কাহাকেও জাহাজের অপরাপর কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়া হিন্দু আপনাদিগের অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রপথে যাত্রা করুন। যখন দেখিব ইংরাজ জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতির অর্ণবপোতের সঙ্গে হিন্দু-অর্ণবপোতের পতাকামালা সাগরের তরঙ্গ-কল্লোলিত বিশাল বক্ষে পত পত শব্দে উড়িতেছে এবং যখন দেখিব হিন্দুবণিকেরা পৃথিবীর নানা দেশে গমন করিয়া আপনাদিগের পণ্য বিক্রয় দ্বারা নানা দেশ হইতে নানা ধন রত্ন আনিয়া আমাদিগের জাতীয় বৈভবের বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছেন, তখন জানিব হিন্দুর পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি এই প্রস্তাব সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলনকারীদিগকে বিশেষরূপ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।